CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 19 June 2019 ■ আগরতলা, ১৯ জুন, ২০১৯ ইং ■ ৩ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শিশুকন্যার উপর পাশবিকতা ধর্ষণের পর নৃশংস হত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। ধর্মনগর হাফলং কার্গিল টিলা চা বাগানে ছয় বছেরের শিশু কন্যার মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ।ওই শিশুকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে বলে অবিযোগ। যদিও পুলিশ এই ব্যাপারে একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। রাতে খবর লেখা পর্যন্ত কাউকে সনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ।

নরপিচাশের লালসার শিকারে খালি হয়ে গেলো এক মায়ের কোল। ঘটনায় চাঞ্চল্যের সাথে সাথে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা ধর্মনগরে। সোমবার রাত থেকেই কৈলাসহরের মুর্তি ছড়া এলাকার নিতান্ত গরিব পরিবারের বছর সাতের এক নাবালিকাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছিলনা। দির্ঘক্ষন খোঁজাখোঁজির পর মেয়েটির অভিভাবকরা সোমবার মধ্য রাতেই ধর্মনগর মহিলা থানায় বিষয়টি জানান। মঙ্গলবার সকাল আনুমানিক ১০টায় ধর্মনগর থানায় খবর আসে ধর্মনগর মহকুমার হাফলং কার্গিল টিলা চা বাগানে একটি ছড়ার ধারে এক নাবালিকার অর্ধনগ্ন দেহ পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে নিখোঁজ নাবালিকার অভিভাবক দের খবর দেন। মৃত মেয়েটির মা সেখানে পৌঁছে মেয়েটিকে সনাক্ত করে জানান এটি তার মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের পুলিশ আধিকারিক রাজিব সুত্রধর। অপরাধীদের সনাক্ত করতে ঘটনা স্থলে আনা হয় ডগ স্কোয়াড।শুরু হয় তদন্ত। বর্তমানে ময়নাতদন্তের জন্য মেয়েটিকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল নিয়ে আসা হয়।এদিকে ঘটনাস্থল থেকে কিছু দূরেই মেয়েটির পরনের প্যান্ট উদ্ধার করেছে পুলিশ। এস ডি পি ও জানিয়েছেন ধর্ষণের পরে খুন বলেই প্রাথমিক ভাবে ধারনা করা হচ্ছে। মৃতার মা গৃহ পরিচারিকা ও বাবা দিনমজুর। মানবরূপি দানবের কুকর্মে পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেলো এক নিষ্পাপ শিশু। অতি কষ্টে তিলে তিলে বড় হওয়া দুঃস্থ পরিবারের ছয় বছর বয়সি ছোট্ট মেয়েটি।

এদিকে, শহরতলীর বোধজংনগর থানা এলাকা থেকে এক নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবকের নাম শুভজিৎ দাস।এলাকার স্কুল পড়ুয়া ১৬ বছর বয়সী নাবালিকাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় আমবাসায়। সেখানে তিনদিন আটকে রেখে মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়। এই ঘটনায় মেয়েটির পরিবারের তরফ থেকে বোধজংনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। মামলার নম্বর ৪৯/১৯। মামলা হয়েছে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৬৬ ও ৩৭৬ ধারায়। সংবাদ লেখা অবধি পুলিশ এই ঘটনায় কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ঘটনার প্রেক্ষিতে এলাকার লোকজন ক্ষোভে ফুসছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে চা বাগানে ধর্ষণের পর হত্যা শিশুকে। ছবি নিজস্ব।

জিরানীয়া ও কমলপুরে দুই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। মঙ্গলবার সাত সকালে কমলপুর থানার অন্তর্গত মানিকভাণ্ডার দারাং ষ্টীল ব্রিজ সংলগ্ন ধলাই নদীর চর থেকে এক অজ্ঞাত পরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। এইদিন সকালে ধলাই নদীতে জেলেরা মাছ ধরছিল ।তখনই তারা নদীর চরে একটি মৃতদেহ দেখতে পায়। সাথে সাথে তারা এলাকার লোকজনকে ঘটনার কথা জানায়। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। কমলপুর থানা থেকে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। কমলপুর থানার এক এস.আই জানান অজ্ঞাত পরিচিত মৃত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৪৫ থেকে ৫০ বছর হবে। তিনি আরও জানান সম্প্রতি থানায় কোন মিসিং ডায়রিও করা হয়নি। তবে কি ভাবে এই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর জানা যাবে। এদিকে, কমলপুর থানা থেকে রাজ্যের অন্যান্য থানায় বার্তা পাঠানো হয়েছে নিখোঁজ সংক্রান্ত কোন তথ্য রয়েছে কিনা তা জানার জন্য।

এদিকে, গতকাল রাত বারোটা নাগাদ পশ্চিম জেলার জিরানীয়া থানার অধীন রকতিয়া ছড়া এলাকায় শংকর দেববর্মার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে তার বাড়ীর লোকজন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন চিকিৎকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জিরানীয়া থানার পুলিস একটি হত্যার মামলা নিয়েছে।

বাংলাদেশের পর নেপালও বিদ্যুৎ কিনছে রাজ্য থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। বাংলাদেশের পাশাপাশি নেপালও ত্রিপুরা থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করছে। গড়ে প্রতিদিন ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কিনছে নেপাল। এ-বিষয়ে বিদ্যুৎমন্ত্রী তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরা থেকে এখন বাংলাদেশের পাশাপাশি নেপালেও বিদ্যুৎ বিক্রি করা হচ্ছে। নেপাল গড়ে প্রতিদিন ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কিনছে।

তিনি জানান, ত্রিপুরায় এখন বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত। ফলে, বিক্রি করার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা নেই। তাঁর দাবি, উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রি করে প্রচুর লাভ হচ্ছে। তাই আগামী দিনে আরো বেশি বিদ্যুৎ বিক্রি করার বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে।

বিদ্যুৎমন্ত্রীর কথায়, ত্রিপুরায় নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় ১১৫ মেগাওয়াট। তাছাড়া, ওটিপিস ৭২৬ মেগাওয়াট এবং রামচন্দ্রনগর ১৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। ফলে, সেখান থেকে প্রাপ্ত অংশ রাজ্যের প্রয়োজন মিটিয়ে বাকিটা বিক্রি করা হচ্ছে। কারণ, ত্রিপুরায় প্রতিদিন গড়ে ৩০০-৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অমরপুরে যান সন্ত্রাসে গুরুতর জখম যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। গাড়ি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে গুরুতর ভাবে আহত হল বাইক আরোহী। ঘটনা মঙ্গলবার সকালে অমরপুর-উদয়পুর সরকের অমরপুর মুন্ডাকলোনী এলাকায়। চেলাগাং থেকে মাতারবাড়ি যাওয়ার পথে যাত্রীবাহী কমান্ডারের সাথে উদয়পুর থেকে অমরপুবগামী বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে এইদিন। এতে করে বাইক আরোহী অপু সরকার গুরুতর ভাবে আহত হয়। সাথে সাথে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে। সেখান থেকে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গোমতি জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা সামগ্রীসহ ধর্মনগের আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। ড্রাগসের কড়াল থাবায় গ্রাস হচ্ছে যুবসমাজ। ধর্মনগরে একেরপর ড্রাগসের বিরুদ্ধে অভিযানও চালাচ্ছে পুলিশ। পুলিশকে সহায়তা করছে আমজনতাও। ড্রাগস এর বিরুদ্ধে এবার মাঠে নামল ধর্মনগরের যুবমোর্চা। ড্রাগসের বিরুদ্ধে ধর্মনগরের বিভিন্ন এলাকায় নতুন কমিটি তৈরি করা হয়। কমিটি গঠনের পর প্রথম সাফল্য পেল নতুন কমিটি। ধর্মনগর দূর্গাপুর এলাকা থেকে নেশার কড়াল থাবায় আসক্ত এক যুবককে ড্রাগস সহ আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিল এই কমিটি। আটক করা যুবককে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংসদ হিসেবে শপথ নিলেন প্রতিমা ভৌমিক ও রেবতিকুমার ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। সাংসদে হিসেবে শপথ নিলেন প্রতিমা ভৌমিক এবং রেবতিকুমার ত্রিপুরা। সংসদে আজ তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করান প্রোটেম স্পিকার ড় রবীন্দ্র কুমার। ত্রিপুরা থেকে এই প্রথম বিজেপি-র সাংসদ সংসদে পা দিয়েছেন। তাছাড়া, সংসদীয় রাজনীতিতেও ওই দুই নবনির্বাচিত সাংসদ প্রথম পা রেখেছেন।

আজ দুপুরে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এবং রেবতিকুমার ত্রিপুরা শপথ নেন। সন্ধ্যায় সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি হিন্দুস্থান সমাচার-কে জানান, আজ এক নতুন অভিজ্ঞতায় শিহরণ অনুভব করছি। রাজনীতিতে অনেকদিন ধরেই নানা দায়িত্ব সামলেছি। কিন্তু, এখন আরও বড় দায়িত্ব পেয়েছি। প্রতিমার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জেল হেপাজতে অনুপম পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে ফেসবুকে কুৎসা প্রচারের দায়ে ধৃত অনুপম পালকে ২০ জুন পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। ফেসবুকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে নিয়ে অপপ্রচার চালানোর পর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল অনুপম পাল। অবশেষে ১২ জুন দিল্লী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে হেফাজতে নিয়েছে রাজ্য পুলিস। ১৫ জুন দুপুরের বিমানে অনুপমকে রাজ্যে নিয়ে আসা হয়। তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে এসডিএম অফিসে বিক্ষোভ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। বিশালগড় মহকুমা শাসক কার্যালয়ের নানাহ সমস্যা নিয়ে সরব হল জনগণ। দিনের পর দিন হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে জনগণদের। বহু দিন ধরে বন্ধ হয়ে পরে আছে দলিলের কাজ। বিকল ইউ পি এস, সার্ভার ডাউনের অভিযোগ তুলে কাজ বন্ধ করে রেখেছে বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। ক্ষুব্ধ জনগণ মঙ্গলবার সকাল থেকে অফিস চত্বরে ভীড় জমায়। তাদের দাবি এই সমস্যার একটা বিহিত হওয়া প্রয়োজন। দীর্ঘ প্রায় তিন্মাস যাবত বিশালগড় মহকুমা শাসক কার্যালয়ে এইভাবে জনগণকে হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৪১ হাজার টেট শিক্ষকের আন্দোলনে অচল অসমের ৩৯ হাজার প্রাথমিক স্কুল

গুয়াহাটি, ১৮ জুন।। পূর্ব-ঘোষিত সূচি আনুযায়ী আজ (মঙ্গলবার) ১৮ জুন রাজ্যের সব জেলাশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন রাজ্যের প্রায় ৪১ হাজার টেট শিক্ষক। এর ফলে আজ রাজ্যের ৩৯ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন অচল হয়ে পড়েছিল। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য টেট শিক্ষকদের 'ড্রাইভার'-এর সঙ্গে তুলনা করার প্রতিবাদে এবং তাঁদের চাকরি নিয়মিত করা ও 'অপমানজনক' মন্তব্যের জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে আজ প্রায় ৪১ হাজার টেট শিক্ষক অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন।

গত ১৩ জুন টেট শিক্ষকদের 'ড্রাইভার'-এর সঙ্গে তুলনা করে কী কারণে এ-ধরনের 'অপমানজনক' মন্তব্য করেছিলেন, তার কারণ জানতে চাইলে মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য হিন্দুস্থান সমাচার-কে গতকাল বলেছিলেন, 'আমার মন্তব্যকে সজ্ঞানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত করা হচ্ছে। টেট শিক্ষকদের কিছু দাবির পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত সাম্প্রতিককালের পরিস্থিতির ওপর সময়সাপেক্ষ এক উদাহরণ তুলে ধরেছিলাম আমি। বলেছিলাম, ড্রাইভিং লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে যেমন তার রিনিউ করতে হয়, ঠিক সেভাবে টেট শিক্ষকদেরও ২০১৯ সালের মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার আগে তা নবিকরণ করা দরকার। নবিকরণের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্সের উদাহরণ তুলে সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছিলাম। বিষয়টিকে নিয়ে অযথা জল ঘোলা করা হচ্ছে।'

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক ঠিকাভিত্তিক টেট শিক্ষকদের 'ড্রাইভার'-এর সঙ্গে তুলনা করার পর রাজ্যজুড়ে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। শিক্ষামন্ত্রী ভট্টাচার্যের এই মন্তব্যের বিরোধিতা করে সোশাল মিডিয়ায় টেট শিক্ষকরা নিজের নামের আগে 'ড্রাইভার' শব্দ যুক্ত করে প্রতিবাদ করছেন। এবার সোশাল মিডিয়ায় তীব্র প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত না থেকে অবস্থান-ধরনায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন টেট শিক্ষকরা। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ রাজ্যের প্রতিটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকের বাড়িতে চুরি, বহু স্বর্ণের গহনা লুটপাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। রাতের অন্ধকারে এক শিক্ষকের বাড়ীতে থাবা বসাল চোরের দল। বাড়ীর ঘরের দরজা ভেঙ্গে চোরের দল ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নগদ ৫০ হাজার টাকা সহ আনুমানিক দুই লক্ষাধিক টাকার স্বর্নালঙ্কার নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। ঘটনা অমরপুরের বীরগঞ্জ থানাধীন রাঙ্গামাটি পানচৌমুহনী বাজার এলাকায়। এলাকার বাসীন্দা পেশায় শিক্ষক কার্তীক দেবনাথ মেয়ের পড়াশুনার সুবাদে আগরতলা থাকেন।বাড়ীতে কার্তকি দেবনাথের মা থাকতেন। রবিবার রাতে কার্তকি দেবনাথের ভাইয়ের বাড়িতে ছিলেন। সেই সুযোগটাকে কাজে বাড়ী সাফাই করলো নিশিকুটুম্বর দল। সোমবার রাতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বকেয়া মেটিয়ে দেওয়ার দাবীতে জিবিতে কর্মবিরতি সাফাই কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। বকেয়া ভাতা মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে আজ জিবি হাসপাতালে সাফাই কর্মীরা কর্মবিরতি পালন করেছেন। তাতে, চরম অব্যবস্থা লক্ষ্য করা গিয়েছে সমস্ত হাসপাতাল জুড়ে। কারণ, হাসপাতালের শৌচালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্থানে ময়লা আবর্জনার স্তূপ পড়ে থাকলেও কেউ পরিষ্কার করেননি। তাতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে দুর্গন্ধে রোগী-সহ রোগীর পরিবার এবং চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের নাভিশ্বাস উঠেছে। অবস্থা বেগতিক দেখে তাঁদের দুই মাসের বকেয়া ভাতা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আগামী মাস থেকে প্রতিমাসেই ভাতা মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাঁরা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নেন।

আজ সকাল থেকেই জিবি হাসপাতালে সাফাই কর্মীরা কর্মবিরতি শুরু করেন। মূলত, তাঁরা ঠিকাদারের অধীনে কাজ করেন। আজ ঠিকাদারের কাছে বকেয়া ভাতা মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা। কিন্তু, ঠিকাদার বকেয়া ভাতা দিতে পারবেন না বলে জানিয়ে দেন। তাঁর বক্তব্য, সরকার বিল মিটিয়ে দেয়নি, ফলে সাফাই কর্মীদের বকেয়া ভাতা মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এই কথা শুনেই সাফাই কর্মীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

জনৈক সাফাই কর্মী বলেন, পাঁচ মাস ধরে ভাতা মিলছে না। সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। তিনি বলেন, এই সামান্য ভাতার উপর আমরা সকলেই নির্ভরশীল। কারণ, সকলেরই পরিবারে সমস্যা রয়েছে। তিনি বলেন, জিবি হাসপাতালে প্রায় ৫০০ সাফাই কর্মী রয়েছেন। সকলেই দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছেন। শুধু তাই নয়, প্রায় সময় আমরা অতিরিক্ত করি। তাঁর দাবি, হাসপাতালে জিডিএ স্টাফ কম। ফলে, প্রায় সময় ওই দায়িত্বও আমাদের পালন করতে হচ্ছে। তাঁর সাফ কথা, আমরা সকলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, অন্তত তিন মাসের বকেয়া ভাতা মিটিয়ে না দিলে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করা হবে না।

এ-বিষয়ে জিবি হাসপাতালের আরএমও ডা. বিধান গোস্বামী সন্ধ্যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্মার্ট সিটির অন্তর্গত ৫টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

শহর সৌন্দর্যায়নের রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্ব না দিলে সংস্কারে বাড়তি অর্থের যোগানে করের বোঝা চাপবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। পুর কর বৃদ্ধি সম্পূর্ণটাই নির্ভর করছে আগরতলাবাসীর উপর। কারণ, শহর সৌন্দর্যায়নের রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হলে তবেই কর বৃদ্ধি করা হবে না। নয়তো কর বৃদ্ধি করে সেই টাকা শহর সৌন্দর্যায়নের সংস্কারে ব্যবহৃত হবে। মঙ্গলবার স্মার্ট সিটির অন্তর্গত পাঁচটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে পুরবাসীদের এইভাবেই সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, শহর সৌন্দর্যায়নে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব একা সরকার বহন করবে তা সম্ভব নয়। স্মার্ট সিটি প্রকল্পে শহর আগরতলাকে সাজিয়ে তোলা হবে। ফলে, শহরকে সঠিকভাবে শহরবাসী রক্ষণাবেক্ষণ করলে তার সংস্কারে বাড়তি অর্থের প্রয়োজন পড়বে না। কিন্তু, শহর সৌন্দর্যায়নের রক্ষণাবেক্ষণে শহরবাসী গুরুত্ব না দিলে বাড়তি অর্থে প্রয়োজন হবে। আর তার জন্যই করের বোঝা চাপানো হতে পারে।

আগরতলায় স্মার্ট সিটি প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম রোডে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আগরতলা স্মার্ট সিটির অন্তর্গত পাঁচটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে এম বি বি রোডের আপগ্রেডেশন, এম বি বি কলেজ রোডের আশেপাশের ৩টি জলাশয়ের উন্নতিকরণ, জিঞ্জার হোটেল সংলগ্ন রাণীরপুকুরের উন্নয়ন, ডিমসাগরের দ্বিতীয় জলাশয়ের উন্নয়ন এবং আগরতলা শহরের ২০টি স্থানে অত্যাধুনিক বাসস্ট্যাণ্ড স্থাপন। এই পাঁচটি প্রকল্প রূপায়ণে মোট ব্যয় হবে ১৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

এদিন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় প্রায় ২০৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে আগরতলা শহরকে স্মার্ট সিটি বানানোর যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তাতে মানুষের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হবে। কারণ এই প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে সুসংহত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, বাস, অ্যাম্বুলেন্স সহ বিভিন্ন যানবাহনে জি পি এস বসানোর ব্যবস্থা, অত্যাধুনিক বাস স্ট্যাণ্ড স্থাপন, শহরের সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পার্কের নির্মাণ করা, যানবাহনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক স্বল্পতা সহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবীতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। শিক্ষক স্বল্পতা সহ নানান সমস্যা সমাধানের দাবিতে সড়ক অবরোধ উত্তর জেলার তারক পুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের। ছাত্র ছাত্রীরা তারকপুর রানীবাড়ী ও কদমতলার প্রধান সড়ক অবরোধ করে। জেলার অতিরিক্ত শিক্ষা আধিকারিক রিপন চক্রবর্তীর আশ্বাসে শেষ পর্যন্ত সড়ক অবরোধ মুক্ত করে ছাত্র-ছাত্রীরা ।পূর্বতন সরকারের সময়ও দুইবার শিক্ষক স্বল্পতা সহ বিদ্যালয়ের নানান সমস্যা নিয়ে সড়ক অবরোধ করেছিল উত্তর জেলার তারক পুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ।কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। মিলেছে শুধু গাল ভরা আশ্বাস। এই বিদ্যালয়ের সকালের বিভাগে প্রায় আড়াইশ ছাত্রছাত্রী রয়েছে। অথচ সেখানে মাত্র চারজন শিক্ষক রয়েছে। আবার দুপুরের বিভাগে চার শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। আর শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে মাত্র এগারো জন। সাবজেক্ট টিচারের ঘাটতি থাকায় নিয়মিত ওই সাবজেক্ট গুলির পাঠ দান হয়না। পদার্থবিদ্যা, ইংলিশ ইত্যাদি বিষয়ের নির্দিষ্ট কোন শিক্ষক না থাকায় নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা সমস্যার সন্মুখিন। শুধু শিক্ষক স্বল্পতাই নয় রয়েছে বৈদ্যুতের সমস্যা ও পানীয় জলের সমস্যা। উঁচু টিলার ওপর এই বিদ্যালয়টিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা মিড ডে মিল থেকে শুরু করে পানীয় জলের জন্য হাহাকার করতে হচ্ছে। বিদ্যালয়টিতে বিদ্যুৎ-এর ব্যবস্থা থাকলেও একটি রুমেও নেই পাখা ।দুই-একটি কক্ষে পাখা থাকলেও সেগুলো অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় এক প্রকার বাধ্য হয়ে এইদিন সকাল থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তারকপুর রানীবাড়ী ও কদমতলার প্রধান সড়ক অবরোধ করে বসে। ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী বিদ্যালয়ের সকল সমস্যা সমাধান করতে হবে। দপ্তরের আধিকারিকদের অবরোধস্থলে এসে আশ্বাস প্রদান করতে হবে ।সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK
CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ২৪৬ ◻ ১৯ জুন
২০১৯ইং ◻ ৩ আষাঢ় ◻ বুধবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সংকটাপন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা

আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের বার দফা দাবীই মানিয়া নিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্নে বৈঠকের পর আন্দোলনরত ডাক্তাররা আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়ায় দীর্ঘ সাত দিনের বেহাল পরিস্থিতির মুক্তির পথ প্রশস্ত হইয়াছে। গত দশই জুন এনআরএস হাসপাতালে এক জুনিয়র ডাক্তারকে একদল দুষ্কৃতী পিটাইয়া আহত করে। এমনিতে নানা সমস্যায় জর্জরিত হাসপাতালগুলি। তার উপর রোগীদের চোখ রাঙানী ও হামলার ঘটনায় তপ্ত হইয়া উঠেন জুনিয়র ডাক্তাররা। তাঁহারা কর্মবিরতি আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়েন। পঃবঙ্গের প্রতিটি সরকারী হাসপাতালেই স্বাস্থ্য পরিষেবা ভাঙ্গিয়া পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে কঠোর মনোভাব নিলেও পড়ে কার্য্যত জুনিয়র ডাক্তারদের সব দাবী পত্রপাঠ মানিয়া নিয়া আগুনে জল ঢালিয়া দেন। একথা ঠিক, চিকিৎসার মতো জরুরী পরিষেবা বন্ধ করিয়া জুনিয়র ডাক্তাররা কার্য্যত গরিব রোগীদের বিরুদ্ধে মারণ খেলার মাতিয়া উঠেন। প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী কড়া অবস্থান নিলে পথে নরম হইয়া সমস্যা হইতে উত্তরণের পথ খুঁজিলেন। একথা ঠিক যে, চিকিৎসাক্ষেত্র জরুরী পরিষেবার মধ্যে পড়ে। এখানে পরিষেবা বন্ধ করা চরম অনৈতিক। গরীব মুমূর্ষু রোগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। শেষ পর্য্যন্ত এই ভয়ংকর যুদ্ধের অবসান হইলেও আসল যুদ্ধ এখনও অপেক্ষা করিতেছে।

যাঁহাদের টাকার জোর অছে তাঁহারাই বেসরকারী হাসপাতালেই চিকিৎসা করান। পঃ বঙ্গের চিকিৎসা পরিষেবার উপর সাধারণ মানুষের মধ্যে অনীহা আছে। পশ্চিমবঙ্গেই শুধু নয় খোদ কলকাতার বহু রোগী চিকিৎসার জন্য ছুটিয়া যান দক্ষিণ ভারতে। রোগীদের গলাকাটার ব্যবাসায় খোদ কলকাতাতে যাঁহারা জড়িত তাহাদেরও চিহ্নিত করিতে পারিতেছেন না রাজ্য সরকার ও চিকিৎসকরা। চিকিৎসকদের উপর হামলা চালাইয়া আঘাত করার ঘটনার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কিন্তু যেসব চিকিৎসকদের গাফিলতিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কে জনমনে প্রশ্ন উঠিতে পারে। ক্ষোভ থাকিতে পারে সেগুলির কি হইবে? সরকার গ্রিভেন্স সেল গঠন করিয়া থাকনে কাগজে পত্রেই। গরিব অংশের মানুষ বেসরকারী হাসপাতালে যাইতে পারে না। ডাক্তারদের আন্দোলন সাফল্য পাইল। এখন সরকারী হাসপাতালে আরও পরিকাঠামো বৃদ্ধি করা দরকার। রোগীর চিকিৎসায় তখনই সাফল্য আসিতে পারে যদি পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা সচল থাকে। একথা ঠিক যে, সরকারী হাসপাতালগুলিতে পরিকাঠামোর উন্নয়নে ব্যবস্থা নিলেও যথাযথ তদারকি ইত্যাদির কারণে এই উদ্যোগ গুলি সাফল্য কুড়াইতে ব্যর্থ হয়। সরকারী হাসপাতালের চাইতে অনেক কম পরিকাঠামো দিয়াও বেসরকারী হাসপাতালগুলি অনেক বেশী রোগীর পরিষেবা দিতে পারে। বাণিজ্যিক হাপাতালগুলির বিরুদ্ধে রোগীদের গলা কাটার অভিযোগও আছে। অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল রোগীদের ভরসা সরকারী হাসপাতাল। সেই ভরসাস্থলে পশ্চিমবঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের সব দাবীই মানা হইয়াছে। সাধারণ রোগীদের সুবিধার্থেও কিছু ব্যবস্থা সরকারকে নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে সরকারী স্তরে কি চিন্তাভাবনা কি তাহাও স্পষ্ট নয়। দিনে দিনেই সরকারী হাসপাতালগুলির উপর চাপ বাড়িতেছে। দিল্লীর এইমসও এখন রোগী ভীড়ে বেসামাল। রোগীদের চাপ যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে সেই তুলনায় সরকারী চিকিৎসা পরিষেবার সম্প্রসারণ হইতেছে না। ফলে, চিকিৎসক রোগী বা হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মীরদের মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত হয়। কল্যাণ মুখী সরকারের অনেকগুলি কর্মসূচীর মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা অন্যতম। কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্প আছে। এইসব প্রকল্পগুলি কতখানি সাফল্য কুড়াইতেছে তাহাও বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার তাগিদ নিশ্চয় বাড়াইয়াছে। সোজা কথায়, দেশের স্বাস্থ্য নীতিকেই ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। এক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রকে যৌথভাবে আগাইতে হইবে।

ফের মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, এবার কম্পাঙ্ক ৪.৯

পোর্ট ব্লেয়ার, ১৮ জুন (হি.স.): আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এমনিতেই ভূকম্পপ্রবণ। ছোটখাটো কম্পন লেগেই থাকে। আবারও ভূমিকম্পের আতঙ্ক আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেউ মঙ্গলবার ভোররাত ০৩.৪৯ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে কেঁপে ওঠে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জউ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৯উ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায়, মঙ্গলবার ভোররাতের ভূকম্পনে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-র মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোররাত ০৩.৪৯ মিনিট নাগাদ ৪.৯ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জউ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে, ১২.২ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২.৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশউ মৃদু ভূকম্পনে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ ভূমিকম্পের জেরে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জুড়েই এখন আতঙ্ক তৈরি হয়েছেউ যদিও, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীরপুঞ্জ এমনিতেই ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা।

উত্তর প্রদেশের সীতাপুরে ট্যাঙ্কার ও ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষ, গভীর রাতে মৃত্যু ছ'জনের

সীতাপুর (উত্তর প্রদেশ), ১৮ জুন (হি.স.): গভীর রাতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। উত্তর প্রদেশের সীতাপুর জেলায় ট্যাঙ্কার ও ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষে অকালেই মৃত্যু হল ছ'জনের। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৭ জন। আহতদের প্রত্যেকেরই শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনার পরই প্রত্যেককে উদ্ধার করে লখনউয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

সীতাপুর-এর পুলিশ সুপার (এসপি) এল আর কুমার জানিয়েছেন, সোমবার গভীর রাতে ট্যাঙ্কার ও ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই জোরালো ছিল যে, ট্রাক্টরটি রাস্তার উপর উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ছ'জনের। এছাড়াও গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৭ জন। আহতদের প্রত্যেককেই উদ্ধার করে লখনউয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে। দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

হার মানল হিংসা, কাশ্মীরে সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে মূল স্রোতে ফিরে এলেন দু'জন যুবক

শ্রীনগর, ১৮ জুন (হি.স.): পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ও আবেগের কাছে হার মানল হিংসা। সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে মূল স্রোতে ফিরে এলেন আরও দু'জন যুবক। ইতিমধ্যেই জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন ওই দু'জন যুবক। তবে, সুরক্ষার স্বার্থে ওই দু'জন যুবকের নাম ও পরিচয় প্রকাশ্যে আনেনি পুলিশ। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কমিউনিটি মেম্বার এবং পরিবারের প্রচেষ্টায় সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে মূল স্রোতে ফিরে এসেছে দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার বাসিন্দা দু'জন যুবক।

এর আগেও বেশ কয়েকজন যুবক সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে মূল স্রোতে ফিরে এসেছিল। **ছয়ের পাতায় দেখুন**

ডাক্তার নিগ্রহ ও রাজনীতির নোংরা আঁচ

গৌতম রায়

এনআরএস-এর ঘটনাবলি গভীর উদ্বেগজনক। তবু এর ভেতরেই একটু হলেও স্বস্তিদায়ক খবর এই যে, বহিরাগত হামলাকারীদের দ্বারা ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত জুনিয়র ডাক্তার পরিবহ মুখোপাধ্যায় তুলনামূলকভাবে ভালো আছেন। সামাজিক গণমাধ্যমে তাঁর একটি ভিডিও প্রচারিত হয়েছে। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি বেডে বসে সামান্য কর্তাবার্তা বলছেন। একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক পরিবেশের ভেতরেও সামান্য স্বস্তিদায়ক একটি খবর। এই স্বস্তিদায়ক খবরটি আর সামগ্রিক স্বস্তি দিতে পারছে না। এনআরএসের গণ্ডি হাসপাতালে সীমাবদ্ধ নেই, এনআরএসের গণ্ডি অতিক্রম করে, রাজ্যে সীমানা পেরিয়ে তা জাতীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কলকাতা মহানগরীর বুকে একটি শতাব্দী প্রাচীন হাসপাতাল এক ৮৪ বছরের রোগীর মৃত্যু হয়েছে। সেই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ওই হাসপাতালের তরুণ চিকিৎসকদের উপরে বাইরের হামলাবাজদের যে নারকীয় বীভৎসতা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, তার প্রেক্ষিতে প্রথমেই একটা কথা বলা জরুরি এই যে, সমাজের সর্বত্র একটি পেশার মানুষ সম্পর্কে অপর পরিসরের মানুষদের নানা অভিযোগ থাকে, চিকিৎসকদের সম্পর্কে রোগীদের বা রোগীর পরিবারগুলির নানা অভিযোগ আছে। উকিলবাবুদের সম্পর্কে তাঁদের মক্কেলদের আছে। সরকারি কর্মচারীদের সম্পর্কে আমজনতার আছে। এমনকী বাড়ির পরিচারিকাদের সম্পর্কে বাড়ির বাবুদের আছে।

অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের ক্ষোভ-বিক্ষোভের পিছনে আর্থ-সামাজিক নানা প্রেক্ষাপট কাজ করে। তবে এনআরএস হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের উপরে বাইরের গুণ্ডাদের নাটকীয় হামলার যে ঘটনা ঘটে গেল, সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে হয় এই যে, চিকিৎসক সহ নানা পেশাজিবীদের নিয়ে ক্ষোভবি ক্ষোভকে সম্মান জানিয়েই এটা মনে রাখতে হবে সেই প্রসঙ্গগুলি নিয়ে আলাপ, আলোচনা, পর্যালোচনার অনেক সময় রয়েছে। এখন সেগুলিকে সাময়িক দূরে সরিয়ে রেখে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের ওপর একদল গুণ্ডা যে নারকীয় হামলা চালিয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা দরকার। সমস্যার সমাধান দরকার। একাংশের চিকিৎসকদের গিরে নানা ধরনের সামাজিক ক্ষোভ-বিক্ষোভ উদগীরণের সময় কিন্তু এখন নয়। এই নিয়ে আলাপ আলোচনার ক্ষেত্র কিন্তু এই মুহূর্তে প্রলম্বিত করা উচিত নয়। তার জন্য সময় পড়ে আছে ক্ষেত্র পড়ে আছে।

যদি চিকিৎসকদের উপর বাইরের সশস্ত্র গুণ্ডাদের এই আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে একাংশের চিকিৎসকদের ঘিরে কিছু মানুষের ভোক্ষ নিয়ে আমরা আলোচনা। মশগুল হয়ে পড়ি, তাহলে কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই সেইসব সমাজবিরোধী, যারা এনআরএস হাসপাতালে ভেতরে ঢুকে এই রোগী মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের উপর পাশবিক, অত্যাচার চালিয়েছে, সেই ভয়াবহতাকেই আড়াল করা হবে।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে এনআরএস হাসপাতালে কর্তব্যরত জুনিয়র ডাক্তারবাবুদের উপর বাইরের একদল সমাজবিরোধীর দানবীয়তাকে একটা সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। একাংশের রাজনৈতিক মহল থেকেই এই সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বিজেপি নেতা মুকুল রায় এবং দিলীপ ঘোষ এই প্রেক্ষিতে প্রকাশ্যে যে ধরনের সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কথা বলেছেন তার জের বাংলার রাজনীতিকে যে সাম্প্রদায়িক অভিমুখেই নিয়ে যাবে সে বিষয়ের সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। এত বড় একটি ঘটনায় কেন এখনও পর্যন্ত মাত্র পাঁচজন গ্রেফতার হয়েছে, ধৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনের সঠিক ধারা প্রয়োগে রাজ্য সরকার আদৌ যথাযথ ভূমিকা পালন করছে কিনা—এইসব রাজনৈতিক প্রশ্ন না তুলে গোটা ব্যাপারটাকে সাম্প্রদায়িক অভিমুখে ঘুরিয়ে দিলে লাভ কার সে বুজতে অবশ্য বাচ্চাছেলেরও কোনও অসুবিধা হয় না।

হামলাকারীদের ধর্মবিশ্বাসকে সামনে নিয়ে এসে অত্যন্ত কৌশলে একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদের খেপিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এই চেষ্টাকে অতিক্রম করে হামলাকারীর যে কোনও জাত হয় না, ধর্ম হয় না, ভাষা হয় না—কোনও রাজনৈতিক দলই তা পরিষ্কারভাবে বলছে না। হামলাকারীদের কোনও জাত -ধর্ম ভাষা-বর্ণ থাকতে পারে না। তাদের একমাত্র পরিচয় তারা হামলাকারী। বিজেপি হামলাকারীদের ধর্মীয় পরিচয় ঘিরে অত্যন্ত কৌশলে তাদের গুরু গোলওয়ালকরের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। অপরপক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও রোগীর পদবী দেখে ডাক্তারদের চিকিৎসা করা নিয়ে এমন একটি অরাজনৈতিক কথা প্রকাশ্যে বলে বসলেন, তাতে আর যাই হোক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিই কোণঠাসা হল। আন্দোলনরত ডাক্তারদের প্রতি সহমর্মিতা দেখাতে গিয়ে তাঁদের উপর হামলা ঘিরে বিজেপির ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক প্রচার ঘিরে যে প্রতিবাদ বামেদের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হওয়া দরকার ছিল, সেই উচ্চনাদ প্রতিবাদ তাঁদের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল না।

ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যাঁরা, তাঁরা একটি বিশেষ ধর্মের মানুষ হলেও যেমন সেই নারকীয় অপরোধের জন্য সেই বিশেষ সমাজের মানুষের গোটা অংশকে তো দায়ী করা যায় না। তেমনি তর্কের খাতিরে যদি আমরা ধরেইনি এনআরএস হাসপাতালে কর্তব্যরত জুনিয়র ডাক্তারবাবুদের উপর হামলাকারী গুণ্ডাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মানুষ তবুও গুণ্ডামি, নারকীয়তার দায়ে সেই গোটা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষদেরকেই দেগে দেওয়া যায় না। এভাবে হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়কে অপরাধী হিসেবে দেগে দিতে চাইবে মৌলবাদীরা। যেমন পাকিস্তান বা বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মৌলবাদীরা দেগে দেয় তাদের দেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতি। সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে এদেশের সংখ্যাগুরু মেলৌবাদীদের এই নোংরা মানসিকতার বিরুদ্ধে বামেরা যেমন সরব, এনআরএসের ঘটনার প্রেক্ষিতে এখানে মৌলবাদীরা যে চেষ্টা চালাচ্ছে, সে সম্পর্কে আনানুরূপ সোচ্চার হতে বামেদের দেখা গেল না, এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে হামলাকারীদের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে, সেই সম্প্রদায়ের মানুষদেরই সার্বিকভাবে অপরাধপ্রবণ হিসেবে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত করবার যে ভয়হকর

প্রবণতা হিন্দু সাম্প্রদায়িক শুকতি পশ্চিমবঙ্গের বুকে দেখাচ্ছে, সেই প্রবণতা তারা দেখাতে পারছে এই কারণে যে, অপরাধীদের ধরার ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত রাজ্য সরকার আদৌ বিশেষ কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়নি। অপরাধীদের যদি ধর্ম রাজনৈতিক পরিচয় ইত্যাদির কোনও তোয়াক্কা না করেই কেবলমাত্র অপরাধী হিসেবে দেখে রাজ্য সরকার একদম ঝড়ের গতিতে আটক করত, তাহলে কিন্তু হিন্দু সাম্প্রদাকি শক্তি গোটা বিষয়টিকে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক প্রচার করবার সুযোগ পেত না। যাদেরকে ধরা হয়েছে তাদের অতীতের কোনও অপরাধের রেকর্ড আছে নাকি, কীভাবে তারা এই অপরাধ সংঘটনে জড়ো হয়েছিল, তার পিছনে অপরাধ মনস্তত্ব কীভাবে কাজ করেছে, এসব বিষয় নিয়ে যদি রাজ্যের পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা, প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা প্রথম থেকেই সরব হতেন, তাহলে মুকুল রায়, দিলীপ ঘোষের মতো নেতারা সামাজিক বিভাজনকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে এভাবে একটা জঘন্য অপরাধের অভিমুখ সাম্প্রদায়িক দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারতেন না।

রাজ্যের প্রশাসনের সার্বিক ব্যর্থতা, শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক অদুরদর্শিতা এবং ব্যর্থতা আজ হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপিকে এনআরএসের জুনিয়র ডাক্তারবাবুদের উপর বাইরের একদল হামলাকারীর নারকীয় অত্যাচারকে একটা বীভৎস সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করল। আজ এনআরএসে ডাক্তারবাবুদের উপর বাইরের একদল হামলাকারীর আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসা পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের নিরাপত্তা ঘিরে যে বিষয়টি উঠে আসছে, সেই বিষয়টি কিন্তু গত আট বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বেসরকারির প্রতিটি ক্ষেত্রেরই আনাচেকানাচে ঘটে চলেছে। অ্যাপোলো হাসপাতালের ঘটনাবলির স্মৃতি আমাদের মন থেকে কিন্তু এর ভিতরেই ঝাপসা হয়ে যায়নি।

আমরা শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের ভয়ে থানার ভিতরে পুলিশকে খাতার আড়ালে নিজের মাথা তথা জীবন বাঁচাতে দেখেছি। তখন কিন্তু আমরা আজকের মতো প্রতিবাদে,সামিল হইনি। আমরা চুপ করে ছিলাম। অনেকটা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত কমিক,'দেখি না কী হয়,' এর মতো আমরা আরও কত বীভৎসতার মুখোমুখি হতে পারি তার জন্যই যেন প্রতীক্ষায় ছিলাম। আবার বীরভূম সহ জঙ্গলমবল বা উত্তরবঙ্গে আরএসএসের সাহয্যে বিজেপিকে ধীরে ধীরে ফণা তুলতে চেয়েছিলাম। প্রতিরোধ তো দূরের কথা, প্রতিবাদেও সেভাবে সামিল হইনি। ফেসবুকের পাতায় 'চাড্ডি' আর 'ফেকুজি' বলেই নিজেদের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মহান 'কর্তব্য' পালন করছি বলে মনে করেছি।

স্বাধীনতার পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত আমাদের এই রাজ্যে নানা ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু কোনও আন্দোলনের প্রেক্ষিতেই জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্ভিশেষে কোনও পেশাজীবী মানুষেরই আর্থ নির্বিশেষে কোনও পেশাজীবী মানুষেরই আর্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আজকের মতো এমন ভয়াবহ প্রশ্নচিহ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়নি। বিজেপি আজ ছলেবলেকৌশলে যে কোনও ছুতোয় সাম্প্রদায়িকতাকে এ রাজ্যের মানুষের মনে, মস্তিষ্কে গেঁথে দিতে চাইছে।;

আজ পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের পেশাজীবনে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে, বাড়ির মানুষটি পেটের তাগিদে বাড়ি থেকে বের হলে যতক্ষণ না তিনি সুস্থ শরীরে বাড়িতে ফিরছেন বাড়ির মা, বোন, স্ত্রী, পুত্র-কন্যার নিশ্চিত হতে পারেন না। ভূমিস্তরের তৃণমূল নেতারাও ক্ষমতা আর টাকাপয়সার আস্ফালনে দেমাকে মাটিতে পা ফেলেন না। সমফসসল শহরে মাত্র দশ বছর আগে যে ছেলেটি পরের অ্যাম্বুলেন্স চালিয়ে সরকারি হাসপাতাল থেকে রোগী ফুসলে নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে সেই কমিশনের টাকা সংসার চালাতে, সেই লোকটাই আজ মফস্সলের 'স্বাস্থ্যমন্ত্রী' হওয়ার দৌলতে বেশ কয়েক কোটি টাকার মালিক। তাই তার ক্লাস সেভেনে পড়া ছেলেটিও জানে তার বাবা এই মফস্সলের বেতাজ বাদশা। সে কারণেই যুবরাজের ছোট সংস্করণের মতো বাচ্চাটির মেজাজ। লোকসভা ভোটের ফল বেরনোর পর নব্য বিজেপিরা যখন সেই 'স্বাস্থ্যমন্ত্রী' পালিয়ে যাওয়ায় তাঁর স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে উদোম পেটায় আমজনতা খুশিই হয়, ছোট বাচ্চার গায়ে হাত পড়ছে বলে এতটুকু যন্ত্রণাবিদ্ধ হয় না। এই প্রেক্ষিতটা মাথায় না রাখলে বোঝা যাবে না যে কেন, কোন সাহসে আজ যে কোনও ঘটনাকেই একটা সাম্প্রদায়িক অভিমুখ। দিয়ে দেওয়ার সাহস বিজেপি দেখাতে পারে।

এনআরএসের ঘটনার অব্যবহিত পরেই বর্ধমান মেডিকেল কলেজেও প্রায় একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। সেখানেও বাইরের গুণ্ডাদের দ্বারা জুনিয়র ডাক্তারেরা মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি হাসপাতালগুলোতে ডাক্তারবাবুরা আউটডোর বন্ধ করেছেন। সাময়িকভাবে প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবেই তাঁরা আউটডোর বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কোনও সন্দেহ নেই এই ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্যের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গরিব মানুষই ভয়ঙ্কর রকমের অসুবিধায় পড়বেন। কিন্তু কেন এই পরিস্থিতি তৈরি হল, কেন জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে কেবল এনআরএসই নয়, কলকাতা মহানগরীর বুকে অন্য সমস্ত সরকারি হাসপাতালগুলি ডাক্তারবাবুরা আউটডোর বন্ধ রাখালেন, তার প্রেক্ষিত আমাদের পর্যালোচনা করে দেখা দরকার।

গত আট বছর ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে এ রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর জটিলতম আকার ধারণ করছে। আইনের শাসনের এ রাজ্যে কোনওস্তরেই নেই-এই কথাগুলি এতদিন বামপন্থীরা বলে যেতেন। প্রচারমাধ্যমের একটা বড় অংশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যামের একটা বড় অংশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের করুণ অবস্থা ভএ বিজেপির এ রাজ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে মাথা তোলার পর আইনশৃঙ্খলার এই ভয়াবহ রূপ যে রূপটি এতদিন নানাভাবে ধামাচাপা দেওয়া ছিল তা আমজনতার দৃশ্যগোচর হচ্ছে। কিছুদিন আগে হাওড়ার আদালতের ভেতরে আইনজীবীদের উপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক গুণ্ডারা অর্থাৎ পুলিশেরা হামলা চালিয়েছিল। সেই হামলার জেরে দীর্ঘদিন আইনজীবীদের কর্মবিরতি চলছে। সেই কর্মবিরতির জেরে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ আইনআদালত জনিত ভয়ঙ্কররকম সমস্যার ভেতরে দিন কাটিয়েছে। তাঁদের সেই সমস্যার দিকে সেবাবে সমাজের কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টি পড়েনি। এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়, ডাক্তারবাবুদের উপর গুণ্ডাদের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে আজ গোটা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেশের অন্যান্য অংশের মানুষদের সামনে উঠে আসছে। তবে উদ্বেগটা কিছুতেই যাচ্ছে না। তার কারণ এই যে, রাজ্যের শাসক আর কেন্দ্রে শাসক গোটা বিষয়টিকে সাম্প্রদায়িকরূপ দেওয়ার জন্য কার্যত প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন। এই পরিস্থিতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতেই হবে। গুণ্ডার কোনও জাত-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা হয় না। তার একটাই পরিচয় সে 'সমাজবিরোধী'। তার একটাই পরিচয় 'গুণ্ডা'। সে হিন্দু নয়। সে মুসলমান নয়। সে শিখ নয়। সে খ্রিস্টান নয়।

আমাদের রাজ্যে প্রশাসন রাজধর্ম পালন করছে না। জনজাগরণের ভেতরে দিয়েই প্রশাসনকে রাজধর্ম পালনের বাধ্য করতে হবে। আর এটা করতে পারেন সাধারণ গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ মানুষই। যে কোনও মূল্যে আজ সমস্ত ধরনের সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধিকে রুখতেই হবে। না হলে বাংলা বাঁচবে না। দেশ বাঁচবে না।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

মঙ্গলবার প্রজ্ঞা ভবনে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এসএলবিসি বৈঠকে যোগদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

সপ্তদশ লোকসভার স্পিকার হতে চলেছেন ওম বিরলা, প্রস্তাবে সমর্থন জেডিইউ, বিজেডি-সহ ১০টি দলের

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি.স.): সপ্তদশ লোকসভার স্পিকার হতে চলেছেন রাজস্থানের কোটা-র বিজেপি সাংসদ ওম বিরলাউ মঙ্গলবার দুপুর বারোটা নাগাদ লোকসভার স্পিকার পদের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন ওম বিরলাউ ইতিমধ্যেই লোকসভার স্পিকার পদে এনডিএ-র প্রার্থী ওম বিরলাকে সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছে জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ), বিজু জনতা দল (বিজেডি), ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি এবং এআইএডিএমকেউ এছাড়াও প্রস্তাব সমর্থন করেছে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি, মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট, লোক জনশক্তি পার্টি এবং আপনা দলউ মঙ্গলবার সকাল থেকেই রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন চলছিল, লোকসভার স্পিকার পদের জন্য এনডিএ-র পক্ষ থেকে বিজেপি সাংসদ ওম বিরলাকেই প্রার্থী করা হয়েছেউ সেই জল্পনায় সত্যি হলউ তবে, এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানানো হয়নিউ ওম বিরলা নিজেও এ প্রসঙ্গে মুখ খোলেননিউ মঙ্গলবার সকালে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র জাতীয় কার্যকরী সভাপতি জে পি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করতে যান বিজেপি সাংসদ ওম বিরলাউ জে পি নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষাতশেষে সাংবাদিদের প্রশ্নের উত্তরে ওম বিরলা জানিয়েছেন, 'আমার কাছে এমন কোনও তথ্যই নেইউ একজন কার্যকর্তা হিসেবেই কার্যকরী সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

ওম বিরলাকে লোকসভার স্পিকার পদের জন্য এনডিএ-র পক্ষ থেকে প্রার্থী করা হতে পারে, এই খবর শুনে অত্যন্ত খুশি প্রকাশ করেছেন ওম বিরলার স্ত্রী অমিতা বিরলাউ ওম-জায়ার কথায়, 'খুবই গর্বের বিষয় এবং আমাদের জন্য আনন্দের মুহূর্তউ তাঁকে প্রার্থী করার জন্য ক্যাবিনেটের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞউ' উল্লেখ্য, ১৭ জুন, সোমবার থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে সপ্তদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশনউ চলবে ২৬ জুলাই পর্যন্তউ স্পিকার নির্বাচন করা হবে ১৯ জুনউ নতুন সরকার প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবে আগামী ৫ জুলাইউ ১৭ জুন থেকে অধিবেশন শুরু হয়ে সেই দিন এবং তার পরের দিন মঙ্গলবার, দু'দিন ধরে চলেছে লোকসভার নির্বাচিত সাংসদদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানউ মঙ্গলবার সকালে সপ্তদশ লোকসভার সদস্য হিসেবে শপথগ্রহণ করেছেন পঞ্জাবের গুরুদাসপুরের বিজেপি সাংসদ তথা অভিনেতা সানি দেওল, মথুরার বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী এবং পঞ্জাবের সানগ্রুরের আপ সাংসদ ভগবন্ত মান প্রমুখউ সোমবারই সপ্তদশ লোকসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী-সহ ৩১৩ জন নির্বাচিত সাংসদ।

সপ্তদশ লোকসভার স্পিকার হতে পারেন বিজেপি সাংসদ ওম বিরলা, আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি.স.): সপ্তদশ লোকসভার স্পিকার হতে চলেছেন রাজস্থানের কোটা-র বিজেপি সাংসদ ওম বিরলাউ সূত্রের খবর, লোকসভার স্পিকার পদের জন্য এনডিএ-র পক্ষ থেকে বিজেপি সাংসদ ওম বিরলাকেই প্রার্থী করা হতে পারেউ তবে, এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানানো হয়নিউ ওম বিরলা নিজেও এ প্রসঙ্গে মুখ খোলেননিউ মঙ্গলবার সকালে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র জাতীয় কার্যকরী সভাপতি জে পি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করতে যান বিজেপি সাংসদ ওম বিরলাউ জে পি নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষাতশেষে সাংবাদিদের প্রশ্নের উত্তরে ওম বিরলা জানিয়েছেন, 'আমার কাছে এমন কোনও তথ্যই নেইউ একজন কার্যকর্তা হিসেবেই কার্যকরী সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

ওম বিরলাকে লোকসভার স্পিকার পদের জন্য এনডিএ-র পক্ষ থেকে প্রার্থী করা হতে পারে, এই খবর শুনে অত্যন্ত খুশি প্রকাশ করেছেন ওম বিরলার স্ত্রী অমিতা বিরলাউ ওম-জায়ার কথায়, 'খুবই গর্বের বিষয় এবং আমাদের জন্য আনন্দের মুহূর্তউ তাঁকে (ওম বিরলা) প্রার্থী করার জন্য ক্যাবিনেটের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞউ' উল্লেখ্য, ১৭ জুন, সোমবার থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে সপ্তদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশনউ চলবে ২৬ জুলাই পর্যন্তউ স্পিকার নির্বাচন করা হবে ১৯ জুনউ নতুন সরকার প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবে আগামী ৫ জুলাইউ ১৭ জুন থেকে অধিবেশন শুরু হয়ে সেই দিন এবং তার পরের দিন মঙ্গলবার, দু'দিন ধরে চলেছে লোকসভার নির্বাচিত সাংসদদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানউ মঙ্গলবার সকালে সপ্তদশ লোকসভার সদস্য হিসেবে শপথগ্রহণ করেছেন পঞ্জাবের গুরুদাসপুরের বিজেপি সাংসদ তথা অভিনেতা সানি দেওল, মথুরার বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী এবং পঞ্জাবের সানগ্রুরের আপ সাংসদ ভগবন্ত মান প্রমুখউ সোমবারই সপ্তদশ লোকসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী-সহ ৩১৩ জন নির্বাচিত সাংসদ।

দক্ষিণ-পশ্চিম চিনে ৬.০ তীব্রতার ভূকম্পন, মৃত্যু ১২ জনের

বেজিং, ১৮ জুন (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের সিচুয়ান প্রদেশউ স্থানীয় সময় অনুযায়ী সোমবার রাতে ৬.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের সিচুয়ান প্রদেশেউ জোরালো তীব্রতার ভূকম্পনে ঘর-বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১২ জনেরউ এছাড়াও অন্ততপক্ষে ১৩৪ জন কমবেশি আহত হয়েছেনউ এখানেই শেষ নয়, ভূমিকম্পের জেরে সিচুয়ান প্রদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাইওয়ে এবং একাধিক সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে

চিনের ভূমিকম্প নেটওয়ার্কস সেন্টার (সিইএনসি)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, স্থানীয় সময় অনুযায়ী সোমবার রাত ১০.৫৫ মিনিট নাগাদ ৬.০ তীব্রতার জোরালো ভূকম্পন অনুভূত হয় দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের সিচুয়ান প্রদেশেউ এছাড়াও ৫.৩ তীব্রতার আফটার শকও অনুভূত হয়উ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১৬ কিলোমিটার গভীরেউ ভূকম্পন অনুভূত হওয়া মাত্রই কেঁপে ওঠে বহু ঘর-বাড়িউ বাড়ি-ঘর ভেঙে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনেরউ এছাড়াও অন্ততপক্ষে ১৩৪ জন কমবেশি আহত হয়েছেনউ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছেউ রাতভর উদ্ধারকাজ চালিয়ে আহতদের উদ্ধার করা হয়েছেউ প্রশাসনের আশঙ্কা, মৃতের সংখ্যা হয়তো আরও বাড়তে পারেউ কারণ বহু মানুষ এখনও ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে রয়েছেন।

কোচবিহারে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়

কোচবিহার, ১৮ জুন (হি. স.) : এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কোচবিহারের কোতয়ালি থানার ডাওয়াগুড়ির কাঁঠালগুড়িতে। মঙ্গলবার সকালে দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছে কোতয়ালি থানার পুলিশ।

ওই এলাকায় রাস্তার পাশে একটি জলমগ্ন মাঠে বাইক সহ ওই যুবককে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। এরপর ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের গলায় গভীর ক্ষতের চিহ্ন রয়েছে। এটি দুর্ঘটনা নাকি খুন, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জমি সংক্রান্ত বিবাদ : বাসন্তীতে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে আহত ৪ জন, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

বাসন্তী (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ১৮ জুন (হি.স.): জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে গুরুতর আহত হলেন ৪ জন। আহতরা সকলেই স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী।

এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে স্থানীয় যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার অন্তর্গত পানিখালিতে। সংঘর্ষের পরই আহতদের বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কিন্তু, শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

এ বিষয়ে সোমবার রাতেই বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তরা।

জমির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে ছোট ভাইদের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরেই গন্ডগোল চলছিল আজিজুল লস্কর ও তার পরিবারের। অভিযোগ, খুড়তুতো ভাই হাবিবুল্লা লস্কর, শফিক লস্কর, ফেরদৌস লস্কররা জোর করে আজিজুল লস্করের জমি দখলের চেষ্টা করছিল।

সোমবার সকালে নিজেদের একটি ভাঙা ঘর মেরামত করতে গেলে আজিজুল লস্কর ও তার পরিবারের সদস্যদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে সোমবার সন্ধ্যায় বাসন্তী থানা অভিযোগ দায়ের করে আক্রান্ত পরিবার।

বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর, সোমবার রাতে বাড়ি ফিরতেই অভিযুক্তরা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের নিয়ে এসে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। মারধরের পাশাপাশি আক্রান্তদের দোকান লুটপাট করার অভিযোগ রয়েছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে রাতেই বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

দিল্লিতে ভাড়া বাড়াল অটো-রিক্সার ট্রাফিকে দাঁড়িয়ে থাকলেও গুনতে হবে টাকা, কার্যকর মঙ্গলবার থেকেই

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি.স.): ঢাকঢোল পিটিয়ে অটো-রিক্সার ভাড়া বাড়ল রাজধানী দিল্লিতে। এবার থেকে ২ কিলোমিটারের পরিবর্তে প্রথম ১.৫ কিলোমিটারের জন্য গুনতে ২৫ টাকা (মিটার-ডাউন)। প্রতি কিলোমিটারের ভাড়া ৮ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৯.৫ টাকা। এখানেই শেষ নয়, লাগেজের জন্যও অতিরিক্ত ৭.৫০ টাকা দিতে হবে অটো-রিক্সা চালককে। আবার কোনও কারণে অটো-রিক্সা যদি ট্রাফিকে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে প্রতি মিনিটের জন্য ০.৭৫ পয়সা গুনতে হবে। অটো-রিক্সার ভাড়া বাড়ার পর দিল্লির অনেকেই বলছেন, অটোর ভাড়া বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রশাসনের যে কোনও নিয়ন্ত্রণই নেই, তা ফের প্রমাণ করেছে এই নয়া বর্ধিত ভাড়া। একইসঙ্গে দিল্লিবাসী ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারের বিরুদ্ধে। দিল্লিতে অটোয় বর্ধিত ভাড়ার তালিকা-১৮ জুন সকাল থেকে ২ কিলোমিটারের পরিবর্তে প্রথম ১.৫ কিলোমিটারের জন্য গুনতে ২৫ টাকা (মিটার-ডাউন)। প্রতি কিলোমিটারের ভাড়া ৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯.৫ টাকা করা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, লাগেজের জন্যও অতিরিক্ত ৭.৫০ টাকা দিতে হবে অটো-রিক্সা চালককে। আবার কোনও কারণে অটো-রিক্সা যদি ট্রাফিকে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে প্রতি মিনিটের জন্য ০.৭৫ পয়সা গুনতে হবে।

এনসেফেলাইটিস সিনড্রোমের প্রকোপ অব্যাহত, বিহারে শিশু-মৃত্যু বেড়ে ১০৮

মুজফরপুর (বিহার), ১৮ জুন (হি.স.): কান্নার রোল আর থামছেই না, বরং আরও বাড়ছে। অনেক বেশি ওষুধ ও অত্যাধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এ আক্রান্ত হয়ে শিশু-মৃত্যু থামছেই না। সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত বিহারের মুজফরপুরে অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল আরও চারটি শিশুর। সবমিলিয়ে বিহারে এই রোগে মৃতের সংখ্যা ১০৮-এ পৌঁছেছে। বেসরকারি মতে সংখ্যাটা আরও বেশি।

কিউলেক্স বিশনুই নামের এক ধরনের মশা এনসেফেলাইটিস ছড়ায়। এতে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, মাথা ধরার মতো উপসর্গ দেখা যায়। এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হলে শারীরিক ভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে শিশুরা। অবিলম্বে বর্ষা শুরু না হলে, এই মৃত্যু মিছিল চলবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শ্রী কৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট এসকে শাহী। তবে এ নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা চলছে। একইসঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। মৃতের সংখ্যা সর্বাধিক মুজফরপুরের শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে, এছাড়াও কেজরিওয়াল হাসপাতালে ১৯টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে আরও বহু রোগী। মঙ্গলবার সকালে স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এ আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা এখন ১০৭। শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৮৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, এছাড়াও কেজরিওয়াল হাসপাতালে ১৯টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার মুজফরপুরে আসছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার।

সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম দু'জন জইশ জঙ্গি, পাল্টা হামলায় শহিদ জওয়ান

শ্রীনগর, ১৮ জুন (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনীউ দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার বিজবেহারায় সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে খতম হয়েছে দু'জন জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) জঙ্গিউ তবে দুঃসংবাদ হল, গুলি বিনিময় চলাকালীন সন্ত্রাসবাদীদের পাল্টা হামলায় শহিদ হয়েছেন সুরক্ষা বাহিনীর একজন জওয়ানউ এছাড়াও আরও দু'জন জওয়ান গুরুতর আহত হয়েছেন।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় অনন্তনাগ জেলার বিজবেহারার ওয়াগহোমা এলাকায় অবস্থিত একটি বাড়িতে লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীউ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার ভোর থেকেই অভিযানে নামে সুরক্ষা বাহিনীউ তল্লাশি সময়ে জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরাউ ফলে লড়াই শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যেউ দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে দু'জন জঙ্গিউ নিহত সন্ত্রাসবাদীরা জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিলউ সন্ত্রাসবাদীদের পাল্টা হামলায় আহত হন তিনজন সেনা জওয়ানউ তাঁদের উদ্ধার করে সেনাবাহিনীর ৯২ বেস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়উ কিন্তু, চিকিতা চলাকালীন প্রাণ হারিয়েছেন একজন জওয়ানউ বাকি দু'জন জওয়ান হাসপাতালে চিকিতাধীন।

অবশেষে কাটল স্বাস্থ্য-সঙ্কট এনআরএস হাসপাতালে স্বাভাবিক ছন্দে চিকিৎসা পরিষেবা

কলকাতা, ১৮ জুন (হি.স.): রাতের মধ্যেই চেনা ছন্দে ফিরেছিল কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। স্বাস্থ্য-সঙ্কট কাটিয়ে মঙ্গলবার সকাল থেকেই স্বাভাবিক ছন্দে চিকিৎসা পরিষেবা শুরু হয়ে গিয়েছে এনআরএস হাসপাতালে। মঙ্গলবার সকাল থেকে আউটডোরেও স্বাভাবিক কাজ শুরু হয়েছে। অবশেষে হাঁফ ছাড়লেন রোগী ও তাঁদের পরিজনরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করে সপ্তম দিনের মাথায় চিকিৎসা-আন্দোলনে ইতি টানেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা। বিগত সাত দিন ধরে চিকিৎসা পরিষেবা না পেয়ে সামান্য অসুস্থ রোগীও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে স্বাস্থ্য-সঙ্কট কেটে যাওয়ায় সেই সমস্ত রোগীর পরিজনরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে যা যা প্রাপ্তি হয়েছে চিকিৎসকদের- প্রথমত : নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ডিজি, কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বসবে জরুরি বিভাগে কোলাপসিব্‌ল গেট। দ্বিতীয়ত : নিরাপত্তায় নজর রাখতে নোডাল পুলিশ অফিসার নিয়োগ। তৃতীয়ত : সরকারি প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রশাসনিক শীর্ষ কর্তাদের উপযুক্ত নির্দেশ। ক্ষতিপূরণের দাবি নিয়ে স্বাস্থ্যসচিবকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ। চিকিৎসক ও রোগীর পরিবারের মধ্যস্থতায় জনসংযোগ আধিকারিক নিয়োগের নির্দেশ।

ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই বারো হাতি এলাকায় এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ

ময়নাগুড়ি, ১৮ জুন (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই বারো হাতি এলাকায় এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। মৃতের নাম বুধুয়া মুণ্ডা। ঘটনায় জখম আরও চার জন। এই ঘটনায় একজনকে আটক করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার রাত ১টা নাগাদ রামশাই বারো হাতি এলাকায় এক ব্যক্তি একটি ধারালো অস্ত্র নিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে চিতার করে ঘোরাঘুরি করতে থাকেন। তাঁর চিতারে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওই ব্যক্তি বাসিন্দাদের ওপর হামলা চালান। ঘটনায় পাঁচ জন গুরুতর জখম হন। আশপাশের লোকেরা আহতদের উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে বুধুয়া মুণ্ডাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। বাকিদের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাঁদের রাতেই জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। রাতে ঘটনাস্থলে যায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ভোরে তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

এনসেফেলাইটিস সিনড্রোমের প্রকোপ অব্যাহত, বিহারে শিশু-মৃত্যু বেড়ে ১০৭

মুজফরপুর (বিহার), ১৮ জুন (হি.স.): কান্নার রোল আর থামছেই না, বরং আরও বাড়ছে। অনেক বেশি ওষুধ ও অত্যাধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এ আক্রান্ত হয়ে শিশু-মৃত্যু থামছেই না। সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত বিহারের মুজফরপুরে অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল আরও দু''টি শিশুর। সবমিলিয়ে বিহারে এই রোগে মৃতের সংখ্যা ১০৭-এ পৌঁছেছে। বেসরকারি মতে সংখ্যাটা আরও বেশি।

কিউলেক্স বিশনুই নামের এক ধরনের মশা এনসেফেলাইটিস ছড়ায়। এতে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, মাথা ধরার মতো উপসর্গ দেখা যায়। এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হলে শারীরিক ভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে শিশুরা। অবিলম্বে বর্ষা শুরু না হলে, এই মৃত্যু মিছিল চলবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শ্রী কৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট এসকে শাহী। তবে এ নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা চলছে। একইসঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। মৃতের সংখ্যা সর্বাধিক মুজফরপুরের শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে, এছাড়াও কেজরিওয়াল হাসপাতালে ১৯টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে আরও বহু রোগী। মঙ্গলবার সকালে স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এ আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা এখন ১০৮। শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৮৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, এছাড়াও কেজরিওয়াল হাসপাতালে ১৯টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার মুজফরপুরের শ্রী কৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল পরিদর্শনে এলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার।

হালকা বৃষ্টি ও মেঘলা আকাশ দিল্লি-গোয়ায়, গরম থেকে স্বস্তি

নয়াদিল্লি ও পানাজি, ১৮ জুন (হি.স.): মনোরম আবহাওয়াতেই মঙ্গলবার সকালে ঘুম ভাঙল দিল্লিবাসীর। হালকা বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া ও মেঘলা আকাশ তাপমাত্রা কমিয়ে দিয়েছে অনেকটাই। রাজধানী দিল্লির উষ্ণতা একলাফে কমে সর্বনিম্ন ২০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে দাঁড়ায়, যা চলতি মরশুমের স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে ৭ ডিগ্রি কম। সরকারিভাবে সফদরজং আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, বিগত ২৪ ঘন্টায় রাজধানীর বিভিন্ন অঞ্চলে ১০.৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে এবং এদিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে। অন্যদিকে, গোয়ায় এদিন সকাল থেকে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

পালামের হাওয়া অফিস জানিয়েছে, দিল্লির বাতাসে এদিন আর্দ্রতার পরিমাণ ৬৮ শতাংশ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে আকাশ মেঘলা থাকবে বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। এদিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। সকাল থেকেই দিল্লির আকাশ ছিল মেঘলা।

এদিন দিল্লির বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৫৪ শতাংশ। বেসরকারি স্কাইমেট থেকে জানানো হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্বাঞ্চলে একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা রয়েছে এবং হরিয়ানা ও আশেপাশের এলাকায় একটি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়েছে। আরব সাগর থেকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু দিল্লি-এনসিআর-সহ উত্তর ভারতের সমভূমিতে আর্দতা ঠেকাচ্ছে। উল্লেখ্য, ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকাল থেকেই ভারতের উপকূলবর্তী রাজ্য গোয়ার উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের একাধিক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। আগামী দু-দিন গোয়ায় হালকা থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানিয়েছে আইএমডি। ঝড়বৃষ্টির কারণে আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে আরব সাগরে ঝুঁকি নিয়ে মাছ ধরতে না যাওয়ার সুপারিশ করেছেন আবহাওয়া দফতরের আধিকারিকেরা

দক্ষিণ-পশ্চিম চিনে ৬.০ তীব্রতার ভূকম্পন, মৃত্যু ১১ জনের

বেজিং, ১৮ জুন (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের সিচুয়ান প্রদেশউ স্থানীয় সময় অনুযায়ী সোমবার রাতে ৬.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের সিচুয়ান প্রদেশেউ জোরালো তীব্রতার ভূকম্পনে ঘর-বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১১ জনেরউ এছাড়াও অন্ততপক্ষে ১২২ জন কমবেশি আহত হয়েছেনউ এখানেই শেষ নয়, ভূমিকম্পের জেরে সিচুয়ান প্রদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাইওয়ে এবং একাধিক সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে

চিনের ভূমিকম্প নেটওয়ার্কস সেন্টার (সিইএনসি)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, স্থানীয় সময় অনুযায়ী সোমবার রাত ১০.৫৫ মিনিট নাগাদ ৬.০ তীব্রতার জোরালো ভূকম্পন অনুভূত হয় দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের সিচুয়ান প্রদেশেউ এছাড়াও ৫.৩ তীব্রতার আফটার শকও অনুভূত হয়উ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১৬ কিলোমিটার গভীরেউ ভূকম্পন অনুভূত হওয়া মাত্রই কেঁপে ওঠে বহু ঘর-বাড়িউ বাড়ি-ঘর ভেঙে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনেরউ এছাড়াও অন্ততপক্ষে ১২২ জন কমবেশি আহত হয়েছেনউ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

অন্ধকারের ভয়

রাতের পৃথিবী কতই না সুন্দর। নিস্তব্দ রাতে ছাদে গিয়ে খোলা হাওয়া গায়ে মেখে চাঁদের আলোয় স্নান করার অভিজ্ঞতা যাদের রয়েছে, তারা সত্যিই বড় ভাগ্যবান।

রাত শান্তির। সারাদিনের ব্যস্ততার পর ক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দিয়ে শান্তির ঘুমে ঢলে পড়েন সবাই। রাতের পৃথিবীতে কবিরা কবিতার ঝাঁপি খুলে বসলেও, এমনও অনেকেরয়েছেন যারা কোনোরকমে যারা কোনোরকমে রাতটা পার করে দিতে চান। রাতের নিস্তব্ধ পরিবেশ যেন তাদের চারপাশ থেকে আঁকড়ে ধরে।

একলোফোবিয়া বা অন্ধকারের ভয় রোগটি যাদের রয়েছে তারা রাতের অন্ধকারকে মোটেও সহ্য করতে পারেন না যেকোনো ধরনের অন্ধকার পরিবেশ তাদের মনে ভয়ের উন্মেষ ঘটায়। তবে একলোফোবিয়া ব্যক্তির জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সাধারণ নারী ও শিশুদের মধ্যে এ সমস্যাটি বেশি দেখা দেয়।

একলোফোবিয়া ধারণ করে বেঁচে থাকা বা স্বাভাবিক জীবনযাপন করা কঠিন। কারণ অন্ধকার পরিবেশে ব্যক্তি বিভিন্ন বস্তুর ছায়াচিত্র দেখে ভয় পান। সামান্য শব্দ বা আলোর প্রতিফলন তাদের মনে বিশাল ভয় সৃষ্টি করে। এসব কারণে একলোফোবিয়া নানারকম দুশ্চিন্তা ও মানসিক অবসাদের সৃষ্টি করে।

কারণ

একলোফোবিয়ার জন্ম ও বিকাশ মানুষের অবচেতন মনে। মানুষ অবচেতন মনেই নিজেকে রক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। অতীতে অন্ধকারে কোনো দুর্ঘটনা, ভয়ের সিনেমা দেখা বা অলৌকিক কোনো গল্প শোনা ইত্যাদির কারণে ভয় সৃস্টি হতে পারে।

বাস্তব জীবনে অন্ধকার পরিবেশকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। বরং যত ভয় পাবেন ভয় ততই বাড়বে। তবে একলোফোবিয়া বিভিন্ন রূপে ধরা দেয়। অনেকের ক্ষেত্রে সব বাজে অভিজ্ঞতা কাকতালীয়ভাবে অন্ধকারেই ঘটতে পারে। এ কারণে তার রাতের প্রতি বা আলো নেই এমন জায়গার প্রতি ভয় সৃস্টি হতে পারে।

লক্ষ্মণ

যাদের একলোফোবিয়া রয়েছে তারা আলো ব্যতীত কোনো স্থানে থাকতে পছন্দ করেন না। এমনকি রাতেঘুমানোর সময়ওআলো জ্বালিয়ে ঘুমাতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। অন্ধকার পরিবেশে থাকলেও তাদের ইন্দ্রিয় খুব সজাগ থাকে। সামান্য শব্দতেও তারা আঁতকে ওঠেন। এসময় তাদের হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস নিতে থাকেন, ঘাম ও বমি বমি ভাব হয়। তবে এসব লক্ষ্মণ তাদের ভয়ের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।

সমাধান

অন্ধকারের ভয় বা একলোফোবিয়া রোগটি আক্রান্ত ব্যক্তি ও তার চারপাশের মানুষের জীবনের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। অবিশ্বাস্য হলেও এটি ক্যারিয়ার ও স্বাস্থ্যের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই ভয়ের চাদরে নিজেকে আড়াল করে জীবনকে কখনোই সুন্দরভাবে উপভোগ করা যায় না। এজন্য ভয়ের অদৃশ্য বেড়াজাল কাটিয়ে উঠুন।

আপনি জানেন, আপনি অন্ধকারকে ভয় পান। ব্যাপারটিকে হঠাৎ করে পাল্টে নেওয়া সম্ভব নয়। হঠাৎ একদিনের চেষ্টাতেই এটি দর হবে না। ধীরে ধীরে মনের ভয়গুলোকে কাটাতে চেষ্টা করুন। সন্ধ্যে হলেই ঘরের সব বাতি জ্বালাতে এক মুর্হূতও দেরি করেন না আপনি। একবার ভাবুন তো, ভয় আপনার মনে, এক্ষেত্রে শুধু ঘরেরড় বাতি জ্বালাতেই কি ভয় কেটে যাবে। কখনোই না, বরং জ্বালাতে হবে মনের প্রদীপ। যার আলোতে মনের অন্ধকার ঘরটি আলোতে ভরে উঠবে।

রাতকে উপভোগের দৃস্টিতে দেখুন। রাতে খাবার টেবিলে জলে ফুল ও ফ্লোটিং মোমবাতি রাখতে পারেন। দেখুন ঘরটি কী সুন্দর লাগছে। এটা সবসময় করার প্রয়োজন নেই, মাঝে মাঝে করুন।

রাতের অন্ধকারে ঘরে যদি কোনোকিছুর ছায়া দেখে আঁতকে ওঠেন, তাহলে আজ থেকে আর উল্টো দিকে দৌড় দেবেন না। অপানিতো জানেন, আপনার ঘরে হিংস্র কোনো প্রাণী নেই। তাই ভয় পেলে আলো জ্বালিয়ে দেখুন, যা দেখে আপনি ভয় পেয়েছেন, সেটি আসলে কী!

এছাড়াও সেল্ফ মোটিভেশন পদ্ধতি কাজে লাগাতে পারেন। ঘরের শান্ত পরিবেশে বিছানায় গা এলিয়ে দিন। বাতাসে সুগন্ধি ব্যবহার করে এবার চোখ বন্ধ করুন। ভাবুন, আপনি একটি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করেছেন। আপনার হাতে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি। আপনি যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে রাখা সব মোমবাতি জ্বালাতে জ্বালাতে যাচ্ছেন। ধীরে ধীরে পুরো ঘরটাই আলোয় ভরে উঠলো।

অন্ধকারকে নেতিবাচক হিসেবে না নিয়ে ইতিবাচক ভঙ্গিতে দেখুন। মনযোগ, অনুভূতি ও শান্তির আশ্রয়স্থল হিসেবে দেখুন। মাঝে মাঝে পরিবারের সবার সঙ্গে চাঁদ দেখতে ছাদে বা বাইরে যান। জানালার পাশে বসে দেখতে পারেন রাতের পৃথিবী। এসময় না হয় পাশে কাউকে রাখুন। ভাবুন, সারাদিন ব্যস্ততার পর সবাই শান্তি পেতেই রাতের জন্য অপেক্ষা করে। তাহলে কেন ভয় পাবেন আপনি।

এখন ফেসবুকে যা শেয়ার করবেন না

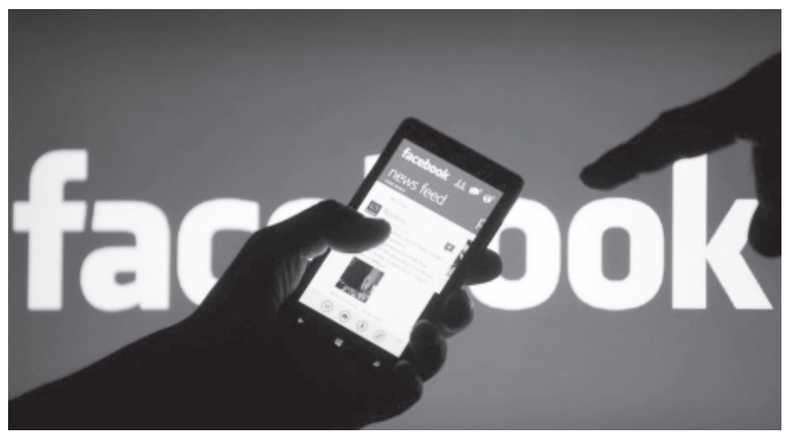

যোগাযোগ থেকে শুরু করে নানা কাজে ফেসবুক ব্যবহার করা হচ্ছে। অনেকেই ছবিসহ নানা বিষয় ফেসবুকে শেয়ার করেছেন। কিন্তু এখনকার সময় সবকিছু ফেসবুকে শেয়ার করা কি ঠিক? বিশেষজ্ঞরা বলেন, অনলাইনে সাইবার দুর্বৃত্তরা ফাঁদ পেতে বসে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করা হলে তা কাজে লাগিয়ে ক্ষতি করে বসতে পারে তারা। ফেসবুকে তাই কোনো কিছু শেয়ার করা আগে কিছুটা মেধা খাটাতে পারেন, কিছু বিষয় আছে, যা কখনোই ফেসবুকে শেয়ার করা উচিত নয়। জেনে নিন এ ধরনের ছয়টি বিষয় সম্পর্কে:

১. ড্রাইভিং লাইসেন্স: যখন ড্রাইভিং পরীক্ষা দিয়ে পাস করে যাবেন বা ড্রাইভিং লাইসেন্স হাতে পাবেন, তখনই অতি উচ্ছ্বসিত হয়ে সে ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে বসবেন না। ড্রাইভিং লাইসেন্সে অনেক গুরুত্বর্পূ তথ্য থাকে। বোকামি করে ছবি, জন্মতারিখ , ঠিকানাসহ দরকারি তথ্য দুর্বৃত্তদের হাতে যেতে দেবেন?

২. ছুটির পরিকল্পনা: কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন? ফেসবুকে আগে কখনোই তা পোষ্ট করে যাবেন না। আবার কোথাও বেড়াতে গিয়ে কত দিন থাকবেন, কোথায় কোথায় যাচ্ছেন, তা আগে পোস্ট করবেন না। কারণ, এ ধরনের তথ্য পোস্ট, করলে দুর্বৃত্তদের জন্য আপনার ওপর নজরদারি করা সহজ হয়। চুরির পরিকল্পনা করা হতে পারে আপনার বাড়ি বা ফ্ল্যাটে।

৩. বোর্ডিং পাস: আপনার বোর্ডিং পাসে থাকা বারকোড ফেসবুকে পোস্ট করবেন না। মনে রাখবেন, বারকোড থেকেও তথ্য বের করা যেতে পারে। বারকোডে দরকারি অনেক তথ্য থাকে। এটি পোস্ট করলে ব্যক্তিগত অনেক তথ্য বেহাত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ক্রেবসঅন সিকিউরিটির এক ব্লগ পোস্টে বলা হয়েছে, দ্বিমাত্রিক বারকোড ও কিউআর কোডে প্রচুর তথ্য থাকে। এয়ারলাইন বোর্ডিং পাসে প্রিন্ট করা কোড দেখে ভবিষ্যৎ ভ্রমণ পরিকল্পনাসহ ভ্রমণবিষয়ক নানা তথ্য হাতিয়ে নিতে পারে দুর্বৃত্তরা।

৪. বস সম্পর্কে অনুভূতি: ফেসবুকে কখনোই আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা বস সম্পর্কে আপনার অনুভূতি প্রকাশ করবেন না। মনে রাখবেন, আপনার বসেরও ফেসবুক আছে । তিনি আপনাকে ফেসবুকে নজরদারি করতে পারেন। ফলে তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখলে তিনি আপনার সম্পর্কে একটা ধারণা করে বসবেন।

৫. সন্তানের বিষয়াদি: অনলাইনে আপনার শিশুর ছবি পোস্ট করার আগে চিন্তাভাবনা করে নিন। বিশেষ করে আপনার সন্তান কোথায় যায়, কোন স্কুলে পড়ে প্রভৃতি স্পর্শকাতর তথ্য অনলাইনে প্রকাশ করা উচিত নয়। শিশুর স্কুলে ইউনিফর্ম পরা ছবি দেওয়ার ক্ষেত্রেও সচেতন থাকুন।

৬. বাড়ির বিস্তারিত: বাড়ির নকশা বা পুরো ছবি কখনোই ফেসবুকে প্রকাশ করা ঠিক হবে না। এতে চোরের জন্য সুবিধা হবে। বাড়ির কোথায় কী আছে, তা যদি ফেসবুক থেকে ছবি দেখে চোর বুঝে নিতে পারে, তবে তার জন্য চুরি করা সহজ। এছাড়া বাড়ির নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে নকশাসহ বাড়িঘরের অন্যান্য তথ্য ফেসবুকেদেওয়া উচিত হবে না।

৭. যে তথ্য দিলে পস্তাতে হবে: অনেকেই আবেগের বশে বদ্ধা বেসামাল হয়ে ফেসবুকে অনেক কিছু পোস্ট করে বসেন। এ ধরনের পোস্ট দিলে পরে আবার পস্তাতে হয়। তাই ফেসবুকে যে ধরনের পোস্ট দিলে পরে পস্তাতে হবে, তা না দেওয়াই ভালো।

৮. কপি-পেস্ট স্ট্যাটাস: অনেকেই এখন অন্যের ফেসবুক পোস্ট কপি-পেস্ট করে শেয়ার করেন। অনেক ভুয়া খবর, তথ্য এভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যের স্ট্যাটাস বা পোস্ট শেয়ার করার আগে সতর্ক থাকুন।

৯. রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি: আপনি কোন ঘরানার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন, তা ফেসবুকের মাধ্যমে পোস্ট না করাই ভালো। এতে আপনার ওপর নজরদারি করতে সুবিধা হয়। ১০. বিকৃত ছবি বা আপত্তিকর কনটেন্ট: ফেসবুকে কখনোই বিকৃত ছবি ও আপত্তিকর কনটেন্ট পোস্ট বা শেয়ার করবেন না। এতে আপনার বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করলে আইডি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

রাগ নিয়ন্ত্রণে মনকে বোঝান সবার আগে

রাগ মানুষের এক ধরনের সাধারণ, স্বাভাবিক আবেগ। কম হোক বেশি প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রাগ থাকে। এটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু রাগ যখন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যায়, তখন সেটা নিয়ে একটু ভাবতেই হবে। আপনি যদি খুব সহজেই রেগে ওঠেন এবং তা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন, তাহলে তা আপনার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। আশেপাশের মানুষেরাও বিরক্ত হয়ে উঠতে পারে আপনার ওপর। এ ধরনেরসমস্যা যেন না হয় সেজন্য রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আপনাকে।

এটা খুব সহজ কাজ নয়। ধীরে ধীরে রাগকে নিজের বশে আনতে হবে। সেক্ষেত্রে কিছু বিষয় নিজের মনে গেঁথে নিতে হবে, যা আপনার রাগ কমাতে সাহায্য করবে। রাজ সম্পর্কে কিছু বিষয় নিজের মনে গেঁথে নিতে হবে, যা আপনার রাগ কমাতে সাহায্য করবে। রাগ সম্পর্কে কিছু বিষয় আপনাকে জানতে হবে, বারবার নিজেকেএগুলো বোঝাতে হবে। তাহলে ধীরে ধীরে একটা সময় আপনি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এখানে রইল- রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা আপনার মনকে বোঝাতে হবে।কেন রেগে যাচ্ছেন?

নিজের রাগটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সবার আগে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি ঠিক কী কারণে রেগে যাচ্ছেন। অনেক সময় মানুষ নির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই রেগে যায়। তাই নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করুন, কেন রেগে আছি আমি? নিজেই খুঁজে বের করুন উত্তরটি।

রাগ শুধু সময় নষ্ট করে

নিজেকে যখন প্রশ্ন করবেন, কেন আপনি রেগে আছেন, সে প্রশ্নের কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর যদি না পান তবে মনকে বোঝান আপনি অকারণেই রেগে যাচ্ছেন। এই রাগ আপনার অনেকটা সময় কেড়ে নিচ্ছে। এ সময়ে আপনার আনন্দে থাকার কথা ছিল, একটা কাজ শেষ করা কথা ছিল । রাগ আপনাকে সেটা করতে দিচ্ছে না। সুতরাং আপনার রেগে গেলে চলবে না, রাগ আপনার অনেকটা সময় নিয়ে নেবে, কিন্তু কোনো উপকারে আসবে না।রাগ কোনো সমাধান নয়

আপনি যদি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে রেগে নিয়ে থাকেন, তাহলে রাগ আপনার সেই সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারবে না। বরং রেগে গিয়ে আপনি সমস্যাটাকে আরো জটিল করে তুলেছেন। তাই না রেগে শান্ত হয়ে ভেবে সমস্যার সমাধান বের করতে হবে। এই কথাটাই নিজেকে বোঝান। যদি কোনো মানুষের উপরে আপনি রেগে থাকেন, তাহলে মনকে বোঝান, কোনো মানুষই পারফেক্ট নয়। তাই সবার সব কাজ , আচার ব্যবহার আপনার ভালো লাগবে এমনটা নয়।একইভাবে হয়তো আপনার অনেক কাজও অন্যদের ভালো লাগে না। এটাই স্বাভাবিক। এজন্য রেগে যাওয়ার কিছু নেই।

অন্য আবেগের ফলাফল রাগ

রাগ যে সবসময় রেগে যাওয়ার মতো কোনো কারণ থেকে হয় তা নয়। অনেক সময় ক্ষোভ, কষ্ট, মন খারাপ, বিষন্নতা বা অন্য কোনো আবেগ অনুভূতি মানুষকে রাগিয়ে তোলে। সেক্ষেত্রে আপনার রাগের পেছনে কোনো আবেগ লুকিয়ে আছে তো খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই আবেগের কারণটি চিহ্নিত করে তার সমাধান করতে হবে। এজন্য রেগে ওঠার কিছু নেই, এবং আপনি অকারণেই রাগছেন— মনকে এটি বোঝান।রাগ নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে ধীরে সুস্থে, ধৈর্য নিয়ে। এজন্য সবচেয়ে আগে প্রয়োজন নিজের মনকে বোঝা এবং বোঝানো। তবে নিজে বারবার চেষ্টা করেও যদি দিন দিন বাড়তে থাকে, আর তা যদি অস্বাভাবিক পর্যায়ে চলে যায়, তাহলে অবশ্যই একজন মনোরোগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

বিশ্বের সবথেকে ছোট গাড়ি!

যদি প্রশ্ন করা হয় এই মুহূর্তে বিশ্বের প্রথম সব থেকে ছোট গাড়ি কোনটি? এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত কত? আপনি ঢোঁক গিলে তরিঘড়ি করে আপনার হাতের স্কার্টফোনটি ঘাঁটতে শুরু করে দেবেন।তবে আপনাকে বলি এই মুহূর্তে বিশ্বের সর্বপ্রথম ছোটগাড়ির নাম পিল পি -৫০'। একদম ছোটখাটো দেখতে পুচকে মতন গাড়িটি দেখলে আপনি চমকে যাবেন। গাড়ি এরকমও হয়। এই গাড়ি তৈরির ইতিহাস অনেকটাই চমকপ্রদ। যতদূর জানা যায়, গাড়িটি প্রথম তৈরি করা হয়েছিল ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে। ব্রিটেনের পিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি এটি তৈরি করেছিল। ২০১০ সালে গিনেস বুকের রেকর্ডের তালিকায় নাম লিখিয়েছিল পিল। পিল পি ৫০ তৈরি করা হয়েছিল শহরের সীমিত দূরত্বের মধ্যে চলাফেরার জন্য। এরদৈর্ঘ্য ছিল ৫৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৩৯ ইঞ্চি। ওজনও ছিল মাত্র ৫৯ কিলোগ্রাম। এতে কোনো ব্যক গিয়ার বা রিভার্স গিয়ার ছিল না। তবে গাড়ি ছোট হওয়ায় একটা সুবিধাছিল, চালক চাইলে পুরো গাড়িটা হাতে তুলে পিছনে টেনে নিয়ে যেতে চারতেন। গাড়িটির বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, গাড়িটির ডিজাইন করা হয়েছে একজন মানুষ আর একটি শপিং ব্যাগ বহনের উপযোগী করে। এছাড়াপিল গাড়ির মাত্র একটি দরজা আর একটি উইন্ড স্ক্রিন ওয়াইপার। ওজন কম হওয়ায় এটাও একটা কারণ। পিল সংস্থা এই গাড়িটি খুব বেশি তৈরি করেনি। মাত্র ৫০ টি তৈরি করেছিল। পরে ২০১০ সালে আবার নতুন করে এই গাড়ি তৈরি করা শুরু হয়।

বিলীন হয়ে যাচ্ছে টাইটানিক!

সমুদ্রের গভীরে ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে এক দীর্ঘ প্রেমের উপন্যাস। সামুদ্রিক ব্যাকটেরিয়া কুরে কুরে খাচ্ছে টাইটানিকের কঙ্কাল। গবেষকরা বলছেন,বছর২০ এর মধ্যেইপুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে টাইটানিক। নীল সমুদ্রের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে পৃথিবীর অন্যতম সেরা বিলাসবহুল জাহাজ। যাত্রী সংখ্যা ২২২৪ । কিন্তু সেই যাত্রাই যে শেষ যাত্রা হবে....! সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। হিমশৈলের চূড়ায় ধাক্কা লেগে জাহাজের পাটাতন ফুটো হয়ে যায়। ধীরে ধীরে সলিল সমাধি। আতলান্তিকের গাড় নীল শীতল জলের নিচে আরও ঘুমিয়ে রয়েছে টাইটানিকের। কঙ্কাল। বিজ্ঞানীরা বলছেন, আর মাত্র বছর ২০ অপেক্ষা। এরপর সমুদ্রের নিচে ঘুয়িে থাকা টাইটানিক হারিয়ে যাবে। পর্যাপ্ত আলোর অভঅব, জলের নীচে তীব্র চাপে ক্ষ যাচ্ছে। লোহার পাত। জলেরতলায় তৈরি হওয়া ব্যাকটেরিয়ায় জং পড়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে টাইটানিক। ২০১০ সালে এই ব্যাকটেরিয়া প্রথম নজরে আসে বিজ্ঞানীদের। ডালহৌসি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের প্রথম নজরেআসে। টাইটানিককে কুরে কুরে খাচ্ছে হ্যালোমোনাস টাইটানইব্যাকটেরিয়া। নিকেষ কালো জলেরতীব্র চাপ সহ্য করেও এই ব্যাকটেরিয়া বেঁচে থাকে।

১৯১২ সালে অসংখ্য যাত্রী নিয়ে ইংল্যাড থেকে যাত্রা শুরু করেছিল টাইটানিক। তখন কেউ কল্পনাও করতে পারননি কী পরিণতিটাই না অপেক্ষা করছে পৃথিবীর সবথেকে বিলাসবহুল জাহাজটির। গভীর সমুদ্রের তলদেহে ঘুমিয়ে রয়েছে কত স্বপ্ন। প্রেম, ভালোবাসার ইতিহাস। কিন্তু তা আর কতদিন? টাইটানিকের কঙ্কালে যে বাসা বেধেছে সামুদ্রিক ব্যাকটেরিয়া। ঘুমিয়ে থাকা সব স্বপ্নই শেষ করে দেওয়ারকাজ শুরু করেছে সামুদ্রিক গুণপোকারা।

স্মার্টফোন যখন ঘরের রিমোট

টিভি, ফ্রিজ, স্টেরিও সিস্টেম, এসির পাশাপাশি এখন ঘরের ফ্যান লাইটও নিয়ন্ত্রণ করছে স্মার্টফোন। বাতির রং, তাপমাত্রা ও ঔজ্জ্বল্যও বাড়ানো কমানো যায়। ইনফ্রারেড ও ব্লুটুথের পাশাপাশি বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমেও স্মার্টফোন থেকে ডিভাইস নিয়ন্ত্রণের উপায় আছে।

অনেক ধরেনের স্মার্ট ডিভাইস এখন বাজারে পাওয়া যায়। এগুলো এমনিতেই স্মার্টফোন দিয়ে নিযন্ত্রণ করা যায়। শুধু অ্যাপ নামিয়ে সমন্বয় করে নিলেই হলো।

তবে একটু পুরনো মডেলের ডিভাইস স্মার্টফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে কিছুটা ঝক্কি আছে। এ ক্ষেত্রে ছোট একটি ডিভাইস মূল ডিভাইসে যুক্ত করে নিতে হবে। এরপর ফোনের সঙ্গে অ্যাপ সমন্বয় করে সুবিধাটি পাওয়া যাবে।

সাধারণ ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ

টিভি, ফ্রিজ, স্টেরিও, এয়ারকন্ডিশনার, ডিএসএলআর ক্যামেরা, গাড়ির সিডি- ডিভিডি প্লেয়ার— সব কিছুর সঙ্গেই আজকাল রিমোর্ট কন্ট্রোল সুবিধা থাকে। এসব রিমোট ইনফ্রায়েড পোর্টের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করে।

ইদানীং বেশ কিছু স্মার্টফোনেও এ ধরনের সুবিধা জুড়ে দিচ্ছে নির্মাতারা। ইনফ্রায়েড পোর্ট সুবিধাযুক্ত কিছু জনপ্রিয় ফোন হচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট ৪, এইচটিসি ওয়ান এম ৮, এলজি জি ৪, এইচটিসি ওয়ান এম ৮, এলজি জি ৪, শাওমির রেডমি সিরিজ ইত্যাদি।

ফোনগুলো তৈরির সময়ই রিমোট কন্ট্রোল অ্যাপ্লিকেশন যোগ করে দেওয়া হয়। ফোনে ইনফ্রায়েড পোর্ট দেওয়া না থাকলেও উপায় আছে।

হেডফোন জ্যাকের সঙ্গে একটি ছোট ইনফ্রায়েড ডিভাইস যুক্ত করে রিমোট কন্ট্রোল অ্যাপ্লিকেশন চালানো সম্ভব। এ ধরনের ডিভাইসের দামও বেশকম, হাজার টাকার নিচে। ফোনে পোর্ট যুক্ত করার পর দরকার রিমোট অ্যাপ্লিকেশন। এ ক্ষেত্রে জনপ্রিয় দুই অ্যাপ হচ্ছে পিল স্মার্ট রিমোট ও শিওর ইউনিভার্সাল রিমোট। পিল স্মার্ট শুরুতে টিভির জন্য তৈরি হলেও প্রজেক্টর, সেট টপ বক্স, এয়ারকন্ডিশনার , কুলার এমনকি ক্যামেরাও এই অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে চলে।

শিওর ইউনিভার্সাল স্মার্ট রিমোটেও পিল স্মার্ট রিমোটের প্রায় সব সুবিধাই আছে। সঙ্গে আছে অপরিচিত ডিভাইসের রিমোট সেটআপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় করার বাড়তি সুবিধা।

ওয়াই-ফাইয়ে রিমোট কন্ট্রোলে অ্যাপ ছাড়াও ওয়াই ফাইয়ের মাধ্যমে ঘরের বেশির ভাগ ডিভাইস রিমোট কন্ট্রোলে ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এক্ষেত্রে ইনফ্রারেড হাব বসিয়ে নিতে হবে। বাজারে ইনফ্রারেড হাবের দাম আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা। অ্যামাজন বা আলি এক্সপ্রেসে অ্যাকাউন্ট থাকলে কিছুটা কমে পাওয়া যাবে।

টিভি, এসি কেনার সময় সঙ্গে রিমোট দেওয়া হলেও সাধারণত ফ্যান, লাইট বা অ্যাকুয়ারিয়াম পাম্পের সঙ্গে দেওয়া হয় না। এগুলোও চাইলে ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণকরা যাবে। এক্ষেত্রে ছোট্ট একটি ওয়াই ফাই নিয়ন্ত্রিত স্মার্ট প্লাগ কিনে নিতে হবে। সরাসরি ডিভাইসে বা প্লাগ পয়েন্টের সঙ্গে এটি যুক্ত করে ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। দাম হাজার টাকার মধ্যে । স্মার্ট প্লাগগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্র্যান্ডভেদে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে।

বাড়ির অন্যান্য কাজে যেমন তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আলোর পরিমাণ ইত্যাদি পরিমাপক সেন্সর লাগানো যায়। এসব সেন্সর থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে স্মার্ট ডিভাইস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দূর থেকে ঘরের পরিবেশ নিয়ন্ত্র সম্ভব। যেমন — সেন্সরে দেখা যায় যে ঘর অনেক গরম হয়ে আছে, সে ক্ষেত্রে বাসায় পৌঁছার কিছু আগে স্মার্টফোন থেকে ঘরের এসি চালু করে দেওয়া যাবে। বাসায় পৌঁছতে পৌঁছতে ঘর ঠান্ডা হয়ে থাকবে।

সরাসরি ফোন থেকে নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস

স্মার্ট লাইট, স্মার্ট এসি, স্মার্ট ফ্রিজ, স্মার্ট টিভি, স্মার্ট লকসহ বেশিরভাগ বৈদ্যুতিক ডিভাইসেরই ওয়াই ফাই নিয়ন্ত্রিত সংস্করণ পাওয়া যায়। স্মার্ট লাইট প্রথম নিয়ে আসে ফিলিপস হিউ। এসব বাতি ফোনের মাধ্যমে শুধু চালু বা বন্ধই নয়, আলোর পরিমাণ, রং, হোয়াইট ব্যালেন্সও ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কয়েকটি হিউ সিরিজের বাতি একত্রে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য হিউ-হাবও রয়েছে।

চীনের তৈরি কিছু নাম না জানা ব্র্যান্ডের স্মার্ট লাইটও বাজারে পাওয়া যায়।

স্মার্টফোন থেকে সবচেয়ে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় স্মার্ট টিভি। এ ধরনের টিভিতে ফোনে থাকা মিডিয়া ফাইল চালানো যায়।

আবার টিভির চ্যানেলগুলোও ফোনে দেখা সম্ভব। টিভির ব্র্যান্ড অনুসারে অ্যাপ্লিকেশন

ফোনে ইনস্টল করে এ সুবিধা পাওয়া যাবে।

এছাড়া স্মার্ট চুলার আঁচ ও সময় ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সমার্ট ফ্রিজে ঠিক কী পরিমাণ খাদ্য রয়েছে তাও ফোনেই দেখা যাচ্ছে, ফোন থেকে সরাসরি গান বাজানো যাচ্ছে স্মার্ট স্পিকারে। প্রতিটি ব্র্যান্ডের আলাদা অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে।

ভয়েস কমান্ডে ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ

অ্যামাজন ইকো: অ্যামাজন ইকো মুলত একটি ব্লুটুথ স্পিকার। এর মাধ্যমে সরাসরি ভয়েস কমান্ড দিয়ে স্মার্ট ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ঘরের লাইট জানানো থেকে শুরু করে অনলাইনে পণ্য অর্ডারকরা, গান বেছে স্পিকারে বাজানোসহ অনেক কিছুই সম্ভব অ্যামাজন ইকো ব্যবহার করে।

গুগল হোম: বেশির ভাগ স্মার্ট ডিভাইসেই গুগল হোম কার্যকর। গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট স্থান, সময় ও সেন্সর ডাটার ওপর ভিত্তি করে কিছু কাজ করতে সক্ষম। যেমন — বাসার দরজায় ভুল করে তালা না লাগিয়ে বের হলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যানড্রয়েড ফোনের মাধ্যমে গুগল হোম তা জানাবে। এভাবে বাসার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে।

আগরতলায় ট্রেক এন্ড ট্রেইল বাইসাইকেল শোরুমের উদ্বোধন হয় মঙ্গলবার। ছবি- নিজস্ব।

মোদীর ডাক ফের ফেরালেন মমতা, প্রহ্লাদকে চিঠি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি.স.): সপ্তদশ লোকসভার অধিবেশন শুরু হয়েছে গত সোমবারঊ কেন্দ্রীয় সরকারি সূত্রের খবর, ১৯ জুন (বুধবার) বিকেল তিনটের সময় প্রধানমন্ত্রী সমস্ত দলের সভাপতির সঙ্গে বৈঠক করবেন দিল্লিতেঊ কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে, সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রধানরা ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকুনঊ সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠিও পাঠিয়েছেনঊ কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন নাঊ মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীকে চিঠি লিখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বুধবার, প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সংসদ ভবনে, সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রধানদের বৈঠকে তিনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) উপস্থিত থাকতে পারবেন নাঊ তৃণমূল সূত্রের খবর, বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বনির্ধারিত কিছু কর্মসূচি রয়েছেঊ সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিতে পারবেন না তিনিঊ উল্লেখ্য, আমন্ত্রিত হলেও গত শনিবার দিল্লিতে নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেননি মমতাঊ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেননি তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও এবং পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংঊ কেন্দ্রীয় সরকার সূত্রের খবর, বুধবার প্রধানমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

চিকিৎসকদের নিরাপত্তা বিষয়ে এখনই কোনও নির্দেশ নয় : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি.স.): সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়ে এখনই কোনও আদেশ পাস হচ্ছে না বলে জানিয়ে দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। ছুটির পর সংশ্লিষ্ট বেঞ্চের কাছে বিষয়টি পাঠানো হবে বলেও মঙ্গলবার জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিষয়টি নিয়ে মধ্যস্থতা চেয়ে সর্বোচ্চ আদালতে একটি ইন্টারভেনশন অ্যাপ্লিকেশন (আইএ) করেছে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (আইএমএ)।এই মামলায় সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা প্রদানের দাবি নিয়ে আবেদনকারী আলাখ অলোক শ্রীবাস্তবকে সমর্থনও করেছে আইএমএ। অন্যদিকে, এদিন দিল্লিতে পুনরায় কাজে যোগ দিয়েছেন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকেরা। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি হাসপাতালে জুনিয়র চিকিৎসকদের সপ্তাহব্যাপী হরতালের পর সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর কলকাতার এনআরএস মেডিকেল কলেজ সহ দেশজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় ফের কাজ শুরু করলেন চিকিৎসকেরা। কেন্দ্র পরিচালিত এইমস (এআইআইএমএস), লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং আরএমএল হাসপাতাল সহ এবং দিল্লি সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্তর্গত জিটিবি হাসপাতাল এবং ডিডিইউ হাসপাতাল ও আরও কিছু বেসরকারি হাসপাতালে অপরিহার্য নয় এমন পরিষেবা যেমন ওপিডি পুনরায় চালু হয়েছে এবং হাসপাতালগুলিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন চিকিৎসকেরা। বেশ কয়েকটি আবাসিক চিকিৎসক সমিতিও এই হাসপাতালগুলির ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। এইমস-এর পক্ষ থেকে দেওয়া এদিনের একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে নয়াদিল্লির এইমসে আবাসিক চিকিৎসকগণ অবিলম্বে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. হর্ষ বর্ধনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ডাক্তারদের নিরাপত্তা বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার শীঘ্রই নতুন আইন প্রণয়ন করবে। যা ব্যর্থ হলে আমরা ভবিষ্যতে ফের ধর্মঘটের পথে যেতে বাধ্য হব।' প্রসঙ্গত, কলকাতায় এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত রোগীর পরিজনের আক্রমণের শিকার হয়ে দু''জন জুনিয়র চিকিৎসক গুরুতর আহত হওয়ার পর গত ১১ জুন থেকে পশ্চিমবঙ্গের জুনিয়র চিকিৎসকরা হরতাল করেছেন।

এরপর আইএমএ (ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন)-এর রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, সফদরজং হাসপাতাল, রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতাল, ইউনাইটেড রেসিডেন্ট ও ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া (ইউআরডিএ) এবং ফেডারেশন অব রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন (ফোর্ড) এর প্রতিনিধিদলও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন এবং এবিষয়ে কেন্দ্রীয় আইন দাবি করেছেন।

দলত্যাগীদের আর দলে ফেরানো হবে না, দলীয় কাউন্সিলরদের বৈঠকে কড়া বার্তা মমতার

কলকাতা, ১৮ জুন (হি.স.) : 'দলত্যাগীদের আর দলে ফেরানো হবে না।' লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর দলীয় কাউন্সিলরদের সঙ্গে বৈঠকে এমনই কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মঙ্গলবার নজরুল মঞ্চে সভা থেকে আরও বার্তা দিয়েছেন, 'মানুষের থেকে টাকা নেওয়া বন্ধ করুন। দলে চোরেদের রাখা হবে না। যাঁরা যেতে চান, চলে যান। দলত্যাগীদের আর ফেরানো হবে না।'

২০১৪-য় লোকসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণার পরও কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন দলনেত্রী। কিন্তু, এ বারের পরিস্থিতি একটু অন্য রকম। এবার লোকসভা ভোটে এরাজ্য থেকে বিজেপি ১৮টি আসন পেয়েছে। উপরন্তু কেবল কলকাতা নয়, আশপাশের কয়েকটি এলাকাতেও শাসকদলের শক্তি কমেছে। এমন সময়ে, কড়া বার্তার পাশাপাশি লোকসভা ভোটের ''ড্যামেজ কন্ট্রোলে''র জন্য কাউন্সিলরদের বাড়তি কাজের জন্য ''টনিক'' দিলেন তৃণমূল নেত্রী।

মঙ্গলবার নজরুল মঞ্চের সভা থেকে মমতা বলেন, ''মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ রক্ষা করতে হবে। নিজের নিজের এলাকা ভালো রাখুন। ঠিকমতো পরিষেবা দিন। ডেঙ্গি রুখতে ভালো ভাবে প্রস্তুতি রাখতে হবে। বিশেষ করে উত্তর ২৪ পরগনায় কয়েকটা পকেটে ডেঙ্গি বেশি হয়। সেখানে এখন থেকেই অ্যাকশন নিতে হবে। মনে রাখবেন, এলাকায় ভালো কাজ না হলে, দোষ পড়ে দলের উপর। ভালো কাজ হলে দলের সুনাম বাড়ে।'' কাউন্সিলরদের টিকিট দেওয়ার ক্ষেত্রে এবার থেকে ''পারফরম্যান্স''ই একমাত্র মাপকাঠি হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন তৃণমূল নেত্রী। কাউন্সিলরদের ভালো করে ''ভোটার তালিকা খতিয়ে'' দেখার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি।

আগামী বছরের গোড়ার দিকে কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের সম্ভাবনা। আজকের বৈঠক থেকে কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলরদের সম্পর্কে খোঁজ করেন নেত্রী।

দলকে সেবা করাটা সাধনার মতো জগৎ প্রকাশ নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি.স.) : দলকে সেবা করাটা সাধনার মতো। বিজেপির কার্যকারী সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ট্যুইটে করে এমনই জানালেন জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। সোমবার রাতে ট্যুইটে কার্যনির্বাহী সভাপতি লেখেন, দলকে সেবা করাই আমার লক্ষ্য। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করে ট্যুইটারে তিনি লেখেন, আপনার দেখানো পথ আমার কাছে অনুপ্রেরণার মতো। সোমবার বিজেপির সংসদীয় পর্যদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে দলের কার্যকারী সভাপতির দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয় প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডাকে। এরপরেই বর্ষীয়ান বিজেপি নেতার প্রশংসা করে ওইদিন রাতে প্রধানমন্ত্রী ট্যুইটারে লেখেন, জে পি নাড্ডা একজন পরিশ্রমী কার্যকর্তা। নিজের কঠোর পরিশ্রম এবং সাংগঠনিক দক্ষতা দিয়ে তিনি এই জায়গায় উঠে এসেছেন। বিজেপি পরিবারে সবাই তাঁকে সম্মান করে। কার্যকারী সভাপতি হিসেবে তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

সমাধানের পথ কোথায়, প্রশ্ন 'গরিবের ডাক্তারের'

কলকাতা, ১৮ জুন (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী-জুনিয়র ডাক্তার বৈঠকের পরেও সুফল মিলবে বলে মনে করেন না বিলেত ফেরৎ 'গরিবের ডাক্তার' মৃণাল দেবনাথ। তাঁর মতে, এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে যে পাহাড়প্রমাণ অব্যবস্থা এবং সামাজিক ব্যধি, তা দূর করতে না পারলে পরিস্থিতি সহনশীল হবে না। বিশ্বের উন্নত-অনুন্নত ৬টি শহরে ২৭ বছর চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করেও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় পশ্চিমবঙ্গের মত অব্যবস্থা অন্যত্র দেখেননি মৃণালবাবু। তাঁর মতে, ''যদি আন্দোলনের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী সোজা সন্তানসম ইন্টার্নদের কাছে চলে যেতেন, জয়ের হাসিটা তিনি হাসতে পারতেন সেখানেই। এই সাত দিন ধরে যা হল, তা দুঃখের এবং অনভিপ্রেত।''

হাবরার একটি অখ্যাত স্কুলের পড়ুয়া ছিলেন মৃণালবাবু। অবিভক্ত ২৪ পরগণায় স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ১৯৬৬-তে প্রথম স্থান পান। পান কেন্দ্রীয় মেধাবৃত্তি। কলকাতা থেকে এমবিবিএস পাশ করে ১৯৮১-র ৪ মে যান দক্ষিণ আমেরিকার ব্রিটিশ গায়না। এর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের জ্যামাইকা, সেন্ট ভিনসেন্ট দ্বীপ, লন্ডন, ভিয়েনা, লিভারপুল প্রভৃতি শহরে বিভিন্ন হাসপাতালে দায়িত্ব সামলে 'জনসেবা'-র লক্ষ্যে ফিরে আসেন হাবরাতেই। তৈরি করেন 'নেতাজী ভাবনা জাগরণ ট্রাস্ট'। প্রচারের আড়ালেই পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা করেন 'গরিবের ডাক্তার'। টাকা আসে কোথা থেকে? তাঁর জবাব ''সারা জীবনের সঞ্চয়ই আমার মূলধন।''

মৃণালবাবুর কথায়, ''এত জায়গায় গিয়েছি, পশ্চিমবঙ্গের মত স্বাস্থ্যকর্মীদের ইউনিয়ন আর কোথাও দেখিনি। এখানকার বেহাল কর্মসংস্কৃতি এবং সর্বক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ একটা বড় সমস্যা। বাম আমলেই শুরু হয়েছিল এই ক্ষয়। ক্রমে বেড়েছে এর মাত্রা। এর পাশে রয়েছে চিকিৎসকের স্বল্পতা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) রিপোর্ট বলছে বাঁকুড়ায় ৫০ হাজার লোকপিছু এক জন পাশ করা চিকিৎসক। পুরুলিয়ায় ২০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ১৬টিতে কোনও নিয়মিত চিকিৎসক নেই। চিকিৎসা চলছে কোনও রকমে।''

সমাধানের পথ কোথায়? মৃণালবাবুর মতে, গ্রামীন পরিকাঠামো আর সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নত না করতে পারলে যতই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ফিতে কাটা হোক, ওই সব জায়গায় চিকিৎসক মিলবে না। এ ছাড়াও রয়েছে দালালরাজ এবং দূর্নীতি। যেটা বিদেশে দেখিনি।

আপনি যদি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হতেন, কীভাবে মোকাবিলা করতেন জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলন? মৃণালবাবুর জবাব, ''চিকিৎসাক্ষেত্রের ভোল যখন বদলাতেই পারব না, অহং কিসের?

প্রথম দিনই চলে যেতাম ওঁদের কাছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আহত ছাত্রকে দেখতে যেতাম। জুনিয়র ডাক্তার হিসাবে ওঁদের দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার আগে ভাবতাম জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমার দায়িত্বের কথা। সাত দিন কেন, ২৪ ঘন্টাও লাগত না আন্দোলন মিটতে।'' কন্যা, পুত্র ও পুত্রবধ তিন জনই লন্ডন থেকে পাশ করা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। ওঁরা থাকেন বিত্তবান ইওরোপীয় শহরে। আর, বিপরীত জীবন বেছে নিয়েছেন মৃণালবাবু। শীত-গ্রীষ্ম, রোদ-বর্ষায় তাঁর মূল লক্ষ্য গ্রামের চিকিৎসা।

জুনিয়র ডক্টরদের সমস্যা, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা

কলকাতা, ১৮ জুন (হি. স.) : কয়েক দশক ধরে কেবল রাজনৈতিক আশ্বাসের ভিত্তিতেই জুনিয়র ডাক্তারদের ক্ষোভ প্রশমণের চেষ্টা হচ্ছে। অন্তত এই অভিযোগ করলেন রাজ্যের বিজেপি প্রভাবিত চিকিৎসক সংগঠনের আহ্বায়ক বিবেকানন্দ মজুমদার। প্রায় এক মত আর এক প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক নির্মাল্য রায়চৌধুরীর। বিবেকানন্দবাবু মঙ্গলবার 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, ''১৯৮১-'৮২তে আমি জুনিয়র ডক্টর্স ফোরাম'-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। মুসকিল আসানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু গতকাল মুখ্যমন্ত্রীর মতই নানা আশ্বাস দিয়েছিলেন। সে সবের রূপায়ণ হয়নি। অপরিকল্পিতভাবে জেলায় জেলায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হয়েছে। ওই সব জায়গায় সরকারি চিকিৎসক নিতে গেলে ভাল বেতন ও সুযোগ দিতে হবে। কাজের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। অন্যথায়, কেবল ধমক ও প্রতিশ্রুতিতে কাজের কাজ কিছু হবে না।''

জুনিয়র ডাক্তার নিগ্রহ ঠেকাতে প্রাক্তনীদের সরব হওয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করলেন ডাঃ নির্মাল্য রায়চৌধুরী। সাউথ পয়েন্ট স্কুল এবং কলকাতা থেকে পাশ করা এই চিকিৎসক বহু বছর মর্যাদার সঙ্গে কাজ করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাঁর মতে, এ রাজ্যে অতীতেও নানা সময় জুনিয়র ডাক্তার নিগ্রহ হয়েছে। প্রতিবারই রাজ্য সরকার এর স্থায়ী সমাধানের চেষ্টায় না গিয়ে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে সাময়িক সমাধানের পথে হেঁটেছেন। বিদেশে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকরা অনুজদের সমস্যা ও কল্যাণের ব্যাপারে অনেক সক্রিয়। এই সব প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকদের যথেষ্ঠ প্রভাব রয়েছে নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গেও রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তনীরা স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজলে সুফল মিলতে পারে।

অর্থনীতিবিদ প্রবীর দে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, ''বেশ ক'বছর ধরে বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোয় ভর্তি নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম ও দূর্নীতি চলছিল। বিভিন্ন রাজ্যের প্রভাবশালী কিছু রাজনীতিক ও মেডিক্যাল কাউন্সিলের (এমসিআই) মদতে হত এ সব। কেন্দ্রীয় সরকার বছর দুই আগে মেডিক্যালে ভর্তি এবং এমসিআইয়ে পরিবর্তন এনে দূর্নীতি রোধের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দূর্নীতির শিকড় এত গভীরে যে তা সমূলে উৎপাটন এক কথায় অসম্ভব। বেসরকারী হাসপাতালগুলোর ওপর রাজ্যের থাবা আরও শক্ত হয়েছে। সুতারাং যেন-তেন প্রকারে এই শাসকদের তুষ্ট রাখা এই সব হাসপাতালের আবশ্যিক দায়িত্ব হয়ে উঠেছে। এ সব কিছুর প্রভাব পড়ছে জুনিয়র ডক্টর, পরিষেবা প্রভৃতির ওপর।

কোপা আমেরিকায় জাপানের বিরুদ্ধে জয় চিলির

সাও পাওলা, ১৮ জুন (হি.স.) : খেতাব রক্ষার লড়াইয়ে দুরন্ত শুরু করল চিলি। জাপানের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলের বড় জয় দিয়ে কোপা আমেরিকা অভিযান শুরু করল গত দু'বারের বিজয়ী চিলি। গোল পেলেন দলের তারকা স্ট্রাইকার অ্যালেক্সিস স্যাঞ্চেজ। জোড়া গোল করেন দলের আরেক তারকা এডুয়ার্দো ভার্গাস। অপর গোলটি এরিক পালগারের। তবে টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচে গোল করতে পারেননি ভিদাল।

তারুণ্যে ভরা দল নিয়ে আমন্ত্রিত দল হিসাবে কোপা খেলতে আসা জাপান টুর্নামেন্টে ফেভারিত না হলেও চিলির কাছে পরিচিত প্রতিপক্ষ নয়। তাই এশিয়ার দেশটিকে নিয়ে শুরুতে একটু সতর্ক ছিল চিলি। তবে ম্যাচের সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে চিলির একতরফা দাপট চোখে পড়ে। ম্যাচে প্রথম গোল পেতে চিলিকে অপেক্ষা করতে হয় ৪১ মিনিট পর্যন্ত। আরাংগুইজের ক্রস থেকে জোরালো হেডারে জাপানের জালে প্রথমবার বল জড়ান পালগার। ৫৪ মিনিটে এসলার পাস থেকে নিজের প্রথম তথা দলের হয়ে দ্বিতীয় গোল করেন ভার্গাস। ৮২ মিনিটে স্যাঞ্চেজ গোল করে চিলিকে এগিয়ে দেন ৩-০ ব্যবধানে। তাঁকেও গোলের পাস বাড়ান আরাংগুইজ। এক মিনিটের মধ্যেই চিলি আবার বল জড়ায় জাপানের জালে। ৮৩ মিনিটের মাথায় স্যাঞ্চেজের পাস থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ভার্গাস।

সকাল থেকেই চেনা ছন্দে হাসপাতাল

কলকাতা, ১৮ জুন (হি.স): মঙ্গলবার সকাল থেকেই চেনা ছন্দে ফিরল রাজ্যের হাসপাতালগুলো। এসএসকেএম, আরজি কর, এনআরএস হাসপাতালে সর্বত্র খুশির হাওয়া এখন। জুনিয়র চিকিৎসকরা আন্দোলন তুলে নেওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছিল চিকিৎসা। সেই স্বাভাবিকতার ছবি ধরা পড়ল কলকাতার হাসপাতালগুলিতে। খুলেছে বহির্বিভাগ। খুলেছে জরুরি বিভাগ। এনআরএস হাসপাতালের অধ্যক্ষ শৈবাল মুখ্যোপাধ্যায় জানান, আন্দোলন উঠে গেছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে পরিষেবা শুরু হয়েছে। জরুরি পরিষেবা এবং বহির্বিভাগ খুলেছে।

শহর,শহরতলি ছাড়াও দূরের গ্রাম-গঞ্জ থেকে রোগীরা আসছেন। সকাল থেকেই বিভিন্ন হাসপাতালে টিকিটের লাইন পড়েছে। যেসব জুনিয়র চিকিৎসকরা আন্দোলন করেছিলেন, এদিন সকাল থেকেই তাঁরা ঝাপিয়ে পরে কাজ শুরু করছেন। রোগীদের যে কোনও সমস্যায় এগিয়ে আসছেন তাঁরা। আর তাতেই চিকিৎসকদের পরিষেবায় খুশি রোগীরাও।

সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকের পরই পাল্টে যায় পরিস্থিতি। শুধু কলকাতা নয়। চেনা ছন্দে ফিরেছে জেলার হাসপাতালগুলিও। প্রতিটি হাসপাতালেই আত্মীয়দের নিয়ে রোগীর পরিবারেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন সকাল থেকেই রোগীদের বেশ নিশ্চিন্ত দেখাল । দূরদূরান্ত থেকে কলকাতা এবং সংলগ্ন সরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা লাইনে দাঁড়িয়ে আত্মবিশ্বাসের সুরেই জানালেন, আজ আর ফিরে যেতে হবে না । ডাক্তারবাবুরা রোগী দেখছেন । এবার সব ঠিক হয়ে যাবে, সুস্থ হয়ে উঠবেন তাঁদের প্রিয়জন ।

প্রায় একই ছবি দেখা গেল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে । উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, যার উপর রাজ্যের উত্তরাংশের জেলাগুলির অধিকাংশ চিকিৎসা পরিষেবাই নির্ভরশীল, সেখানেও এতদিন অচলাবস্থা চলছিল । মঙ্গলবার সকাল থেকে সবটাই স্বাভাবিক হয়েছে বলে খবর । খুলেছে আউটডোর, এমারজেন্সি এবং অন্যান্য বিভাগ । রোগীরা নিশ্চিন্তে লাইনে দাঁড়িয়েছেন । পাশাপাশি কাজ থমকে যাওয়া মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালও আজ সকাল থেকে ছন্দে ফিরেছে । কাজ চলছে চেনা ছন্দে ।

এনআরএস হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তার পরিবহ মুখোপাধ্যায়ের উপর হামলার প্রতিবাদে গত এক সপ্তাহ ধরে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে কর্মবিরতি ডেকেছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা । যথাযথ সুরক্ষা না পাওয়া পর্যন্ত আউটডোরে পরিষেবা মিলবে না বলে সাফ জানিয়ে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল । এমারজেন্সি খোলা থাকলেও, পরিষেবা ঠিকঠাক মেলেনি বলে অভিযোগ উঠেছে বারবার । কোথাও আবার জরুরি বিভাগেও তালা পড়ে গিয়েছিল । আর এসবের জেরে গত সাতদিনে শুধুমাত্র চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যুর সংখ্যাটা নিতান্ত কম নয় । তবে তার মধ্যেও প্রতীকী কর্মবিরতির পর ব্যতিক্রমী নজির তুলে ধরে কেউ কেউ স্বাভাবিক রেখেছিলেন চিকিৎসা পরিষেবা ।

মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে বৈঠকের মাধ্যমে সমস্যা মেটাতে তৎপর হলেও, প্রাথমিকভাবে নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থেকে আন্দোলনকারী ডাক্তাররা তাতে সাড়া দেননি । তবে সপ্তা হখানেক কেটে যাওয়ার পর তাঁরা নিজেরাই নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সোমবার আলোচনায় বসেন । প্রত্যাশামতো সেখান থেকে বেরিয়ে আসে সমাধানসূত্র । মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যার কথা মেনে দ্রুত তা সমাধানের আশ্বাস দেন । বরফ গলে সোমবার রাতেই আন্দোলনকারীরা জানান, মঙ্গলবার সকাল থেকে পরিষেবা চালু হয়ে যাবে । সেইমতো সাতদিনের থমকে থাকা স্বাস্থ্য পরিষেবা মঙ্গলবার থেকে সচল হল । চেনা ছন্দে ফিরল হাসপাতাল ।

থ্যাঙ্ক ইউ দিদি, স্বাস্থ্য-সঙ্কট কাটতেই মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদজ্ঞাপন দেব-এর

কলকাতা, ১৮ জুন (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরই আন্দোলন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। স্বাস্থ্য-সঙ্কট কেটে গিয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে সম্পূর্ণ সচল চিকিৎসা পরিষেবা। জুনিয়র ডাক্তাররা কর্মবিরতি তুলে নেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ট্যুইট অভিনেতা তথা সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব)ঊ মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে দেব লেখেন, 'এটাই

পুলওয়ামা আইইডি বিস্ফোরণ : মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন দু'জন জওয়ান

শ্রীনগর, ১৮ জুন (হি.স.): চিকিতকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলঊ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার আরিহাল এলাকায় ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণে জখম দু'জন জওয়ানঊ মৃত দু'জন জওয়ানের নাম হল, হাবিলদার অমরজিতকুমার এবং নায়েক অজিতকুমার সাহুঊ আইইডি বিস্ফোরণে জখম আরও ৭ জন জওয়ান বর্তমানে হাসপাতালে চিকিতাধীনঊসোমবার দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার আরিহাল এলাকায় রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের ৪৪ নম্বর ব্যাটেলিয়নের গাড়িতে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটায় সন্ত্রাসবাদীরাঊ পাশাপাশি গাড়ি লক্ষ্য করে ছোড়া হয় গুলিওঊ আইইডি বিস্ফোরণে জখম হয়েছিলেন ন'জন জওয়ানঊ তাঁদের মধ্যে দু'জনের মৃত্যু হয়েছেঊ সোমবারের আইইডি বিস্ফোরণে দু'জন সাধারণ নাগরিকও আহত হয়েছিলেনঊ মঙ্গলবার সকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, 'দু'জন জওয়ানকে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিলঊ চিকিতা চলাকালীন ৯২ বেস হাসপাতালে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।

পুঞ্চে বিশেষ অভিযান সেনা-পুলিশের, উদ্ধার প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

জম্মু, ১৮ জুন (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মেন্ধার এলাকায় একটি গ্রাম থেকে প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করল সুরক্ষা বাহিনীঊ মঙ্গলবার সকালে মেন্ধার এলাকার একটি গ্রামে বিশেষ অভিযান চালায় সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনীঊ বিশেষ অভিযান চলাকালীন ওই গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদঊজম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, পুঞ্চ জেলার মেন্ধার এলাকার ওই গ্রামে সম্প্রতি সন্দেহভাজন জঙ্গিদের গতিবিধি একটু বেড়েই গিয়েছেঊ জঙ্গিদের গতিবিধ টের পাওয়া মাত্রই মঙ্গলবার সকালে ওই গ্রামে অভিযান চালায় সেনাবাহিনী ও জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশঊ অভিযান চলাকালীন উদ্ধার করা হয়েছে ছ'টি পিস্তল, একটি একে-রাইফেল এবং গোলাবারুদঊ তবে, এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ

দুই মামলায় জামিন পেলেন খালেদা জিয়া

ঢাকা ১৮ জুন (হি. স.) : মানহানির দুই মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া হাইকোর্টে ৬ মাসের জামিন পেয়েছেন। মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারপতি মহম্মদ হাফিজ ও বিচারপতি আহমেদ সোহেলের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে জামিন মঞ্জুর করেছেন। মামলা দু'টি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে কটূক্তি এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত। খালেদা জিয়ার পক্ষে আদালতে ছিলেন আইনজীবী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ও এ জে মোহাম্মদ আলী। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ফজলুর রহমান খান।

২০১৪ সাল ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও ২০১৬ সালে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগে ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে মামলা দুটি বিচারাধীন রয়েছে। এই মামলায় গত ২০ মার্চ খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। এ অবস্থায় ওই দুই মামলায় হাইকোর্টে জামিন আবেদন উপস্থাপন করা হয়।

আদেশের পর খালেদা জিয়ার আইনজীবী মওদুদ আহমদ সাংবাদিকদের বলেন, দুটি মামলাই জামিনযোগ্য। কিন্তু নিম্ন আদালত জামিন না দেওয়ায় আমরা হাই কোর্টে এসেছিলাম। হাই কোর্ট দুই মামলায় ছয় মাস করে জামিন দিয়েছেন। ২০১৪ সালের ১৪ অক্টোবর বিকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (আইইবি) মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে খালেদা জিয়া বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামি লিগ ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ পরে আছে। আসলে দলটি ধর্মহীনতায় বিশ্বাসী। আওয়ামি লিগের কাছে কোনো ধর্মের মানুষ নিরাপদ নয়।

ছয়ের পাতায়

সপ্তদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশনে শপথগ্রহণের দ্বিতীয় দিন

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি. স.) : সপ্তদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশনে দ্বিতীয় দিনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শপথ নিলেন ইউপিএ চেয়ারপার্সন ও উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলির সাংসদ সোনিয়া গন্ধী, সমাজবাদী পার্টির মুলায়ম সিং যাদব ও অন্যান্য সদস্যরা। হিন্দি ভাষায় শপথ গ্রহণের জন্য সোনিয়া গান্ধীকে অভিনন্দন জানান বিজেপি সদস্যরা। ১৭ জুন, সোমবার থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে সপ্তদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশন। চলবে ২৬ জুলাই পর্যন্ত। স্পিকার নির্বাচন করা হবে ১৯ জুন। নতুন সরকার প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবে আগামী ৫ জুলাই। ১৭ জুন থেকে অধিবেশন শুরু হয়ে সেই দিন এবং তার পরের দিন মঙ্গলবার, দু'দিন ধরে চলেছে লোকসভার নির্বাচিত সাংসদদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার সকালে সপ্তদশ লোকসভার সদস্য হিসেবে শপথগ্রহণ করেছেন পঞ্জাবের গুরুদাসপুরের বিজেপি সাংসদ তথা অভিনেতা সানি দেওল, মথুরার বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী এবং পঞ্জাবের সানগ্রুরের আপ সাংসদ ভগবন্ত মান প্রমুখ। সোমবারই সপ্তদশ লোকসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী-সহ ৩১৩ জন নির্বাচিত সাংসদ।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে এদিন শপথ নিয়েছেন কোচবিহারের বিজেপি সাংসদ নীতিশ প্রামাণিক। হিন্দি ভাষায় শপথ গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ জন বার্লা এবং ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং, বাংলা ভাষায় শপথ নিয়েছেন জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায়, মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু, রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার, নেপালি ভাষায় শপথ নিয়েছেন রিজু বিস্তা, ড় সুকান্ত মজুমদার এবং দিলীপ ঘোষ সংস্কৃত ভাষায় শপথ নিয়েছেন, এবং ইংরেজি ভাষায় শপথ গ্রহণ করেছেন বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। অন্যদিকে, সপ্তদশ লোকসভার স্পিকার হতে চলেছেন রাজস্থানের কোটা-র বিজেপি সাংসদ ওম বিরলা। এদিন বিদায়ী স্পিকার সুমিত্রা মহাজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি। উন্নাওয়ের বিজেপি সাংসদ সাক্ষী মহারাজের সংস্কৃত ভাষায় শপথ গ্রহণের সময় সংসদে উপস্থিত বিজেপির সদস্যদের দিক থেকে 'মন্দির ওহি বানায়েঙ্গে' এমন শ্লোগানও শোনা যায়। এআইএমআইএম সাংসদ আসাদউদ্দীন ওয়াইসি-র শপথ গ্রহণের সময় 'বন্দে মাতরম' এবং 'ভারত মাতা কি জয়' শ্লোগান শোনা যায় এবং 'জয় ভীম! তকবীর! আল্লাহু আকবর! জয় হিন্দ!' বলে শপথবাক্য পাঠ শেষ করেন আসাদউদ্দীন ওয়াইসি।

২১ জুন যোগ দিবস উপলক্ষে ঝাড়গ্রাম সাধারণ মানুষজনদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে সিআরপিএফ

ঝাড়গ্রাম, ১৮ জুন (হি. স.) : ২১ জুন যোগ দিবসের দিনে ঝাড়গ্রাম সাধারণ মানুষজনদের নিয়ে এক অনুষ্ঠান করার লক্ষ নিয়েছে সিআরপিএফ। তার আগে সিআরপিএফের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজনদেরকে সাথে নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করে দিয়েছে। এবার যোগ দিবসের দিন ১৮৪ ব্যাটালিয়েনের পক্ষ থেকে ঝাড়গ্রামের ঘোড়াধরা স্টেডিয়ামে বিশেষ অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিভিন্ন ধরনের যোগ ব্যায়ামে অংশ গ্রহণ করবেন এই ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। জানা গিয়েছে এই অনুষ্ঠানে ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন নাগরিকও অংশ গ্রহণ করবে। আর এই লক্ষে ইতিমধ্যে জওয়ানরা এলাকার সাধারণ মানুষদের নিয়ে প্রশিক্ষন শুরু করে দিয়েছে।সিআরপিএফ ১৮৪ ব্যাটালিয়ন সূত্রে জানা গিয়েছে গত মাস ধরে ঝাড়গ্রামে সিআরপিফ ১৮৪ হেড কোয়র্টারে চলছে প্রশিক্ষন।সেই প্রশিক্ষনে জওয়ানদের পাশাপাশি রয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ।এছাড়া এদিন জামবনি ব্লকেও এই ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে এলাকার সাধারণ মানুষ জন কে নিয়ে শুরু হয়েছে যোগা প্রশিক্ষন।চলবে বুধবার পর্যন্ত। কেন্দ্রীয় এই বাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে বিভিন্ন স্কুল কলেজের পক্ষ থেকেও তাদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।এদিন জামবনি বানীবিদ্যাপিঠ মাঠে এই কেন্দ্রীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে প্রশিক্ষন। যোগা দিবসে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান এবং ঝাড়গ্রামের সাধারণ নাগরিকদের একই সাথে দেখা যাবে ঝাড়গ্রামের ঘোড়াধরা স্টেডিয়ামে।বিগত দিনে দেখা যেত সাধারণ মানুষ এবং জওয়ানদের মধ্যে দূরত্ব অনেকটাই।কিন্ত বর্তমানে ক্রমাগত জনসংযোগের মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন সমস্যায় জওয়ানদের পাওয়া যাচ্ছে। তাই দূরত্ব কমেছে।যোগা দিবস ঘিরে রীতমত উৎসাহিত এলাকার সাধারণ মানুষ।সিআরপিএফ ১৮৪ ব্যাটালিয়নের সেগেন্ড ইন কম্যান্ড সুধাংশু শেখর বলেন" ২১ জুন যোগা দিবস পালনে আমাদের সাথে ঝাড়গ্রামের নাগরিকরাও যোগদান করবেন।

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক** : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ক'টা উইকেট পড়ল : বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পাশে জেডি (ইউ) সাংসদ দীনেশ চন্দ্র যাদব

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি.স.): অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম সংক্রমণ নিয়ে গত রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হর্ষ বর্ধনঊ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এক পাশে ছিলেন বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পাণ্ডে এব অন্যপাশে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবেঊ এনসেফেলাইটিস রুখতে সরকার কী পদক্ষেপ করেছে এবং কী পদক্ষেপ করতে চলেছে, তা নিয়েই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রখছিলেন হর্ষ বর্ধনঊ ঠিক সেই সময় সাংবাদিককে বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশ্ন করেন, 'ক'টা উইকেট পড়ল?' ঘটনাচক্রে ওই দিন ম্যাঞ্চেস্টারে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ চলছিলঊ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় সাংবাদিকদের কাছে ভারত-পাক ম্যাচের ফলাফল জানতে চাওয়ায় বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর তুমুল সমালোচনা করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিঊ এই বিতর্কে বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পাশেই দাঁড়ালেন জেডি (ইউ) সাংসদ দীনেশ চন্দ্র যাদবঊ মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেডি (ইউ) সাংসদ বলেছেন, 'ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সময়, দেশবাসীর হৃদয়ে জাতীয়তবাদ থেকেঊ প্রত্যেকেই ভারতকেই জয়ী দেখতে চানঊ বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছিল, বিরোধীদের অভিযোগ ভিত্তিহীনঊ'

মুজফফরপুরে এনসেফেলাইটিস সংক্রমণ প্রসঙ্গে জেডি (ইউ) সাংসদ বলেছেন, 'মুজফফরপুরের ঘটনা (১০৮টি শিশুর মৃত্যু) খুবই দুর্ভাগ্যজনকঊ বিগত কয়েক বছর ধরে, গ্রীষ্মকাল এলেই শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মৃতের সংখ্যা বাড়তে থাকেঊ বৃষ্টি শুরু হলেই, মৃত্যু থামবেঊ' মুজফফরপুরের ঘটনা প্রসঙ্গে মুজফফরপুরের সাংসদ অজয় নিশাদ বলেছেন, 'আমার মতে ৪জি-র উপর বিশেষ নজর দেওয়া উচিত আমাদেরঊ ৪জি-গ্রাম, গরম, গরিবি এবং গান্দেগি (নোংরা)ঊ এই রোগ কোনওভাবে এই সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে যুক্তঊ...সমস্ত রোগীই ভীষণ দরিদ্রঊ তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই তপশিলি জাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণীভুক্তঊ তাঁদের জীবনধারা খুবই নিম্নমানেরঊ তাঁদের জীবনধারাকে আরও উন্নীত করতে হবেঊ অভিভাবকদের আরও সচেতন হতে হবে

সিবিআই-এর আবেদন খারিজ কলকাতা হাইকোর্টে, নির্ধারিত দিনেই রাজীব মামলার শুনানি

কলকাতা, ১৮ জুন (হি.স.): সারদা চিটফাণ্ড কাণ্ডে কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার মামলার শুনানি এগিয়ে আনায় সিবিআই-এর আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্টঊ নির্ধারিত ২ জুলাইতেই রাজীব কুমার মামলার শুনানি হবে কলকাতা হাইকোর্টে, মঙ্গলবার এমনই জানিয়েছেন বিচারপতিঊসারদা চিটফাণ্ড কেলেঙ্কারি মামলায় কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার মামলার শুনানি এগিয়ে আনার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)ঊ কিন্তু, মঙ্গলবার সিবিআই-এর আবেদন খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টঊ কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, নির্ধারিত সময় অর্থাতআগামী ২ জুলাইতেই রাজীব মামলার শুনানি হবে।

অমরপুরে

● প্রথম পাতার পর

করে দেওয়া হয়।প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত এই দুর্ঘটনার জন্য কমান্ডার গাড়িটি দায়ি। যান দুর্ঘটনা পিছু ছাড়ছে না। প্রায় প্রতিদিন যান সন্ত্রাস জারী রয়েছে। কোথাও প্রাণহানি হচ্ছে। আবার কোথাও যান দুর্ঘটনায় পঙ্গত্বের শিকার হচ্ছেন যাত্রী সাধারণ কিংবা পথচারীরা। এক্ষেত্রে প্রশাসনকে সর্বোতভাবে দায়ী করা যাচ্ছে না। তবে চালকদের আরও বেশী সচেতনা হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন জেলার অতিরিক্ত শিক্ষা আধিকারিক রিপন চক্রবর্তী, ডেপুটি আইএস প্রশান্ত নাথ সহ অন্যান্যরা। তারা কথা বলেন ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে।তারা ছাত্র-ছাত্রীদের লিখিত আশ্বাস দেন অবিলম্বে ছাত্র-ছাত্রিদের দাবি পুরন করা হবে।জেলার অতিরিক্ত শিক্ষা আধিকারিকের কাছ থেকে লিখিত আশ্বাস পাওয়ার পর সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয় ছাত্র-ছাত্রীরা। এখন দেখার ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি আগামিদিনে কতটা পুরন হয়।

উলটে জখম ৫০

আটের পাতার পর

উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করেন। যাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শিশুও রয়েছে। দুর্ঘটনার পরই পালিয়ে যায় বাসের চালক ও খালাসি। ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

জীবিকা মিশনে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৭৯৩টি স্ব-সহায়ক দলকে ২৫১৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রকল্পে ১১৭৬ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। স্বাবলম্বনে ২৩৪৭টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে এবং এর মধ্যে ৬৫৩ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। মুদ্রালোনে ৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৭৬৮টি অ্যাকাউন্টে ৩১শে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ১৮৭৩কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। মুদ্রালোনে চলতি বছরে ১৫৫৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়ার লক্ষমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এদিনের সভায় উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান, প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনা, ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট স্কীম, বিভিন্ন স্থানে ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এদিনের সভায় প্রধান সচিব শশী র'ন কুমার, বি কে সাহু, বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে, সচিব সৌম্যা গুপ্তা, ইউ বি আই এর জেনারেল ম্যানেজার মুক্তি র'ন রায়, ডি জি এম আনন্দ কুমার, রিজার্ভ ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার তমাল বিশ্বাস, নাবার্ডের জেনারেল ম্যানেজার সুনীল কুমার সহ বিভিন্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান, কর্মকর্তা, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশ নেন।

খালেদা জিয়া

পাচের পাতার পর

আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় এসে হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করেছে। হিন্দুদের ওপর হামলা করেছে। খালেদা জিয়ার ওই বক্তব্য যেমন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে, তেমনি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে শ্রেণিগত বিভেদ সৃষ্টি করেছে- এমন অভিযোগ তুলে ওই বছরের ২১ অক্টোবর জননেত্রী পরিষদের সভাপতি এ বি সিদ্দিকী বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন।

অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগকে নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ২০১৭ সালের ২৫ জানুয়ারি আদালতে যে মানহানির মামলা হয়, তার বাদীও এ বি সিদ্দিকী। ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে খালেদা জিয়া প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামি লিগ সরকার নিয়ে কটূক্তি করেন বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়।

দু''জন যুবক

দুইয়ের পাতার পর

এবার পুলওয়ামা জেলার বাসিন্দা এই দু''জন যুবকের উদ্যোগকে স্বাগত জানালেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ঊর্ধতন কর্তারা। মূল স্রোতে ফিরে এলেও ওই দু'জন যুবকের প্রাণের ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। তাই সুরক্ষা সংক্রান্ত কারণে ওই দুই যুবকের নাম ও পরিচয় প্রকাশ্যে আনেনি পুলিশ। এদিকে, বহু কষ্টের পর ছেলেদের ফিরে পেয়ে অত্যন্ত খুশি তাঁদের পরিজনরা।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

স্বয়ংক্রিয় নম্বর প্লেট লাগানো, শহরের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সড়কের উন্নয়ন, ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট নির্মাণ ইত্যাদি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যখন স্মার্ট সিটি প্রকল্পটি চালু করে তখন কিছু নিয়মের কারণে আগরতলাকে স্মার্ট সিটির অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। পরবর্তীতে স্মার্ট সিটির অন্তর্গত কিছু নিয়ম শিথিল করে এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আন্তরিক ইচ্ছায় ২০১৬ সালের ২৫ মে আগরতলাকে স্মার্ট সিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেজন্য রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর কথায়, আগরতলাকে শুধু স্মার্ট সিটি বানালেই চলবে না, আমাদের মধ্যেও স্মার্ট মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। ত্রিপুরা সরকার আগরতলা শহরকে স্মার্ট সিটিতে রূপান্তরিত করার পর তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও শহরবাসীকে নিতে হবে। তিনি বলেন, আগরতলা শহরের সৌন্দর্যায়ন ও সবুজ রাখার মানসিকতা আমাদের মধ্যে সব সময় থাকতে হবে। বর্তমান রাজ্য সরকার আগরতলাকে স্মার্ট সিটি বানানোর সঙ্গে সঙ্গে তিন বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাজ্যে অপরাধ দমনের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নেও বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এরজন্য কেন্দ্রীয় সরকারও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে রাজ্যবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা বলেন, আগরতলা শহরকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে যে প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলি রূপায়ণে সময়, সততা ও নিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। আগরতলা শহরের সৌন্দর্যায়ন এবং সবুজ ও নির্মল রাখার ক্ষেত্রে স্মার্ট সিটির প্রকল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বিধায়ক ডা. দিলীপ কুমার দাস ও আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা তাদের ভাষণে আগরতলা শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরালু এবং স্মার্ট সিটি মিশনের মিশন ডিরেক্টর ড. মিলিন্দ রামটেকে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডের চেয়ারম্যান তথা নগরোন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে।

হত্যা

● প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গত, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। নারী সংক্রান্ত অপরাধের ঘটনা উদ্বেগজনক ভাবে বাড়ছে বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

বকেয়া

● প্রথম পাতার পর

জানান, সাফাই কর্মীদের তিন মাসের ভাতা বকেয়া ছিল। তার মধ্যে দুই মাসের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, মে মাসের বিল এখনও জমা পড়েনি, ফলে ওই ভাতা মিটিয়ে দেওয়া কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তবে, আগামী মাসে সময়মতো ভাতা মিটিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দফতরে ফাইল পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান, পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক রয়েছে। কারণ, সাফাই কর্মীদের মধ্যে অনেকে আজকেই কাজে যোগ দিয়েছেন। কাল থেকে পুরো স্বাভাবিক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

লুটপাট

● প্রথম পাতার পর

কার্তকি দেবনাথের মা ঘুমাতে এসে দেখতে পান ঘরের দরজা ভাঙ্গা। তখন তিনি ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেখতে পান ঘরের অভ্যন্তরে সবকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মায়ের থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কার্তীক দেবনাথের ভাই। খবর দেওয়া হয় বীরগঞ্জ থানার পুলিসকে। পুলিস ঘটনাস্থলে এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তিব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

বাংলাদেশের

● প্রথম পাতার পর

তিনি জানান, বাংলাদেশ ত্রিপুরা থেকে সর্বোচ্চ ১৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কিনেছে। তবে, গড়ে ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রতিদিন কিনছে বাংলাদেশ। এখন বাংলাদেশও ত্রিপুরা থেকে বিদ্যুৎ কিনতে শুরু করেছে। তিনি জানান, সেন্ট্রাল গ্রিড থেকে নেপাল বিদ্যুৎ সংগ্রহ করছে। ফলে, বিদ্যুৎ পরিবাহীতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না।

ত্রিপুরা বর্ষা প্রধান রাজ্য। এ রাজ্যে ঝড়, তুফান, বন্যা, ভূমিকম্প হতেই পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটলে বা লাইন বিচ্ছিন্ন হলে তা দ্রত সারাইয়ের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের দায়িত্ব রয়েছে। এ লক্ষ্যে 'বিদ্যুৎ নিগম আপনার দোরগোড়ায়' নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ ভোক্তাগণকে বিদ্যুৎ সম্পর্কিত যে কোন প্রকার অভিযোগ নিগমের কল সেন্টার-এর টোল ফ্রি নম্বর ১৯১২-অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়াও ভোক্তাগণ রাজ্যের যে কোন স্থান থেকে বৈদ্যুতিক ত্রুটি সংক্রান্ত অভিযোগ/তথ্য দূরভাষ নম্বর ০৩৮১-২৩৫-৩৫০২ এবং ০৩৮১-২৩৫-৬৪৭০ এ জানাতে পারেন। উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎ মন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা আজ বিকেলে তাঁর অফিস কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানান। উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেববর্মা জানান, বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটলে তা সারাইয়ের জন্য ৪টি এলাকা ভিত্তিক সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এগুলি হল আরবান, সেমি-আরবান, রুর‍্যাল ও রিমোর্ট। এছাড়া নিগমের সার্কেল/ডিভিশন/সাব-ডিভিশন অফিসগুলির আধিকারিকদের সাথে সহজে যোগাযোগ করার জন্য সম্পতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাদের মোবাইল নম্বর সহ বি'াপন দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এই সরকারের নীতি হল মানুষ সরকারের কাছে আসবে না। সরকার মানুষের কাছে যাবে। লাইনম্যানদের প্রশিক্ষণের জন্য সূর্যমনিনগরে একটি ট্রেনিং সেন্টার চালু করা হয়েছে। আগে তাদের বিমা ছিল ২ লক্ষ টাকা। এখন ১০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যকে হুক লাইন মুক্ত করার কাজ চলছে। আগামী ৩-৪ মাসের মধ্যে উত্তর জেলাকে 'হুকলাইন মুক্ত জেলা' হিসেবে ঘোষণা করা হবে। সৌভাগ্য যোজনায় এখন পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩৬ হাজার পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। গ্রামে গ্রামে প্রি-পেইড মিটার বসানো হচ্ছে। শহরে বসানো হচ্ছে মার্ট মিটার। সচিবালয়, বিধানসভা ও হাইকোর্টে সোলার পাওয়ার ব্ল্যান্ট বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের উপর। এ স্কীমটি ৩৩ হাজার টাকার। যাদের ৩টি বা বেশি গাভী রয়েছে তারা এ প্রকল্পের আওতায় আসতে পারেন। এক্ষেত্রে সুবিধাভোগীকে ১৫০০ টাকা বহন করতে হয়। উপ-মুখ্যমন্ত্রী জানান, আমরা রুখিয়া থেকে ৬৩ মেগাওয়াট, বড়মুড়া থেকে ৪২ মেগাওয়াট, ডম্বর থেকে ১০ মেগাওয়াট, মনারচক থেকে ১০০ মেগাওয়াট, সেন্ট্রাল শেয়ার থেকে ১৩০ মেগাওয়াট এবং ও টি পি সি থেকে ৭২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাই।

রাজ্যের বর্তমানে চাহিদা রয়েছে প্রায় ৩০০ মেগাওয়াট। বাংলাদেশে ১৯০ মেগাওয়াট এবং নেপালে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর সার্বিক উন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়া হবে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ১৩২ কে ভি, ৯টি এবং ৩৩ কে ভি/১১ কে ভি, ৪৪টি সাব-স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই সাব-স্টেশনগুলি চালু হলে বিদ্যুৎ পরিষেবার মান আরও উন্নত হবে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী জানান, আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার। আমরা রাজ্যবাসীর সহযোগিতা নিয়ে ত্রিপুরাকে এক মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

এক দেশ এক নির্বাচন' রূপায়ণে সায় নেই, কেন্দ্রকে জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ জুন (হি স): গোটা দেশে একসঙ্গে নির্বাচন প্রক্রিয়া এখনই চালু করার ব্যাপারে আপত্তি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তিনি লিখিতভাবে কেন্দ্রকে এই মতামত জানান।

বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাকা লোকসভা ও রাজ্যসভার রাজনৈতিক দলের সভাপতিদের নিয়ে দিল্লিতে একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন। এই বৈঠকে যোগ দিতে বিভিন্ন দলের সভাপতিকে চিঠি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক এবং কয়লা ও খনি-বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। প্রস্তাবিত বৈঠকের অন্যতম আলোচ্য বিষয় 'এক দেশ এক নির্বাচন"।

এই চিঠির জবাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রহ্লাদবাবুকে লিখেছেন, 'এক দেশ এক নির্বাচন" রূপায়িত করার আগে সংবিধান এবং নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আরও আলোচনা দরকার। বিভিন্ন দলের মতামতটাও জানতে হবে। তড়িঘড়ি করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নিয়ে দলগুলোকে একটা বিশদ শ্বেতপত্র পাঠিয়ে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে তাদের মতামত নেওয়া হোক। যদি তা করা হয়, তবেই আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মূল্যবান মতামত দিতে পারব। নির্দিষ্ট কিছু জেলাকে উন্নয়নের নিরিখে অগ্রাধিকার (অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্টস) দেওয়ার ব্যাপারে এই চিঠিতে আপত্তি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লিখেছেন, "এ ব্যাপারে তাঁর মতামত নীতি আয়োগের সাম্প্রতিক বৈঠকে পেশ করেছেন। গুটিকয় জেলাকে বেছে উন্নয়নে আমাদের মত নেই। এতে গোটা দেশের সমস্ত জেলার সুষম ও সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হবে। আমাদের দেশে প্রতিটি জেলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমতা দরকার। যাতে আঞ্চলিক বৈষম্য দেখা না দেয়।

ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর এবং মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ বছর উপলক্ষে উৎসবে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে এই চিঠিতে পূর্ণ সম্মতি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই দুই উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালনের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। সংসদের কার্যকারিতা বাড়ানো প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে চিঠিতে জানিয়েছেন, "এটা সংসদের বিষয়। আপনি সব দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করুন। যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, আমরা মেনে চলব।

সাংসদ

● প্রথম পাতার পর

কথায়, সংসদে ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব করা আমার মতো একজন সাধারণ মানুষের কাছে অপ্রত্যাশিত। তবে, ত্রিপুরাবাসীর ভরসা এবং আস্থার পূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করব।

তিনি বলেন, সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় দায়িত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। কারণ, লোকসভায় সচেতকের দায়িত্বও দল আমাকে দিয়েছে। ফলে, রোজ নতুন নতুন বিষয় জানতে হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, লোকসভায় নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলেছি। যখনই কিছু বোঝার প্রয়োজন হচ্ছে, তখনই সকলেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

প্রতিমার দাবি, দীর্ঘদিন বিজেপির কর্মী হিসেবে সব দায়িত্ব পালন করেছি। সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবেও নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছি। তাই, এখন উভয় দায়িত্ব সমানভাবে পালন করব।

নেশা

● প্রথম পাতার পর

জিজ্ঞাসাবাদ করে কমিটি জানতে পারে সে দুর্গাপুর এলাকার একটি বাড়ি থেকে এই ড্রাগ ক্রয় করেছে। পরে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে।পুলিশ এসে যুবকটিকে থানায় নিয়ে যায়। দুর্গাপুর এলাকার কমিটির তরফে জানানো হয় এই অভিযান জারী থাকবে। প্রসঙ্গত, রাজ্যে প্রতিনিয়ত নেশা বিরোধী অভিযান চালানো হচ্ছে। তাতে ব্যাপক সাফল্য মিলছে। পুলিশের পাশাপাশি সাধারণ জনগণ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও এখন নেশার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

ধরে বিশালগড় মহকুমা শাসকের কর্মসংস্কৃতি লাটে উঠেছে। একাংশ কর্মী ও আধিকারীক প্রশাসনিক কাজকর্ম শিকেয় তুলে দিয়েছে। তাতে জনগণ প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। এক ঘন্টার কাজ এক মাসেরও বেশী সময় ধরে ঘুরেও হচ্ছে না। আবার একটি দালাল চক্রও সক্রীয় রয়েছে। এই ব্যাপারে মহকুমা শাসকের অফিসের শীর্ষ আধিকারীকরা অবহিত থাকার পরও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। দীর্ঘদিনের চাপা ক্ষোভ মঙ্গলবার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। শতাধিক সাধারণ মানুষ এদিন মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। কোনও রকমে বুঝিয়ে ক্ষোভ প্রশমিত করেন। মহকুমা শাসকের অফিসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে কর্ম সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনা হবে এবং জনগণ যাতে দুর্ভোগ ও হয়রানির শিকার না হন সেদিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।

অনুপম পাল

● প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে পুলিশ মানহানি, জালিয়াতি এবং অপরাধ মূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে মামলা গ্রহণ করেছে পুলিস। ১৬ জুন অনুপম পালকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে অনুপম পালকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। কিন্তু আদালত তিন দিনের পুলিস রিমান্ড মঞ্জুর করে। মঙ্গলবার তিন দিনের পুলিস রিমান্ড শেষে পুনরায় অনুপমকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। এইদিন মামলার তদন্তকারি অফিসারের পক্ষ থেকে পুনরায় ৪ দিনের পুলিস রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়। পাশাপাশি অনুপম পালের আইনজীবীর পক্ষ থেকে অনুপম পালের জামিনের আবেদন জানানো হয়। বিচারপতি এইদিন অনুপমের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। পাশাপাশি মামলার তদন্তকারি অফিসারের আবেদনও খারিজ করে দেন। অনুপম পালকে ২০ জুন পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি ২০ জুন আদালতে কেইস ডাইরি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি। এমনটা জানান সরকার পক্ষের আইনজীবী বিদ্যুৎ সূত্রধর।

৪১ হাজার

● প্রথম পাতার পর

জেলা সদরে জেলাশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থান-ধরনায় বসেছিলেন তাঁরা। এর পরও সরকার যদি তাঁদের দাবি না মানে তা-হলে পরবর্তীতে আগামী ২৯ জুন দিশপুর ঘেরাও কর্মসূচি পালন করবেন রাজ্যের ৪১ হাজার টেট শিক্ষক। ঘোষণা করেছে ঠিকাভিত্তিক টেট শিক্ষক সংস্থার সাধারণ সম্পাদক দীপার্ণব ঘোষ।

এদিকে ঠিকাভিত্তিক টেট শিক্ষক সংস্থার কার্যনির্বাহী সভাপতি ত্রৈলোক্য ডেকা ২০১৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি-র ভিজন ডকুমেন্ট-এ উদ্ধৃত প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গও এনেছেন। তিনি বলেছেন, ভিজন ডকুমেন্টে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সরকার গড়লে টেট উত্তীর্ণ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকদের চাকরি নিয়মিত করা হবে। অথচ বিজেপি শাসনে এসেছে তিন বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকদের চাকরি নিয়মিত করা হয়নি। উলটে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকদের ফের টেট পরীক্ষায় বসে তাঁদের শংসাপত্র নবিকরণের কথা বলছেন, যা কেবল বিস্ময়করই নয়, চরম হঠকারিতা।

তিনি বলেছেন, 'শংসাপত্র বা প্রমাণপত্র নবিকরণের যদি কোনও সরকারি নিয়ম থাকে তা-হলে সরকারই সেগুলো অটো রিনিউয়েল করুক। নতুন করে টেট পরীক্ষা দিয়ে এর নবিকরণ করার কোনও প্রয়োজন নেই। কেননা, ইতিমধ্যে আমরা শিক্ষক হিসেবে সাত বছর কাজ করেছি। সাত বছরের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট।'

খেলা খবর

ভুবনেশ্বর কুমারের বিশ্বকাপ কি শেষ জানিয়ে দিলেন কোহলি

শিখর ধাওয়ান চোটের কারণে আপাতত বাইরে। চোট পাওয়ার তালিকায় যুক্ত হল আরও একটি নাম ভুবনেশ্বর কুমার। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ জয়ের মধ্যেই একটাই খারাপ খবর। ভুবনেশ্বর কুমারের চোট। বিরাট কোহলি বলে দিয়েছেন, আপাতত বেশ কিছুদিন প্রথম একাদশের বাইরে।পাকিস্তান বল করার সময়ে পঞ্চম ওভারেই হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে মাঠের বাইরে বেরিয়ে যান ভুবনেশ্বর। পরিবর্ত হিসেবে দীনেশ কার্তিক ফিল্ডিং করতে নামেন। ভুবনেশ্বর নিজের ২.৪ ওভারে মোট ৮ রান দেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ভুবনেশ্বরের অভাব অবশ্য বুঝতে দেননি বিজয়শঙ্কর। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে জোড়া উইকেট নিয়ে তিনি বিশ্বকাপ-অভিষেকেই বাজিমাত করে যান।পিঠ চাপড়ে হৃদয় জয় কোহলির, সৌজন্যের ঘটনা মন কাড়ল পাকিস্তানিদেরভুবিকে নিয়ে ভারতীয় সমর্থকদের কৌতূহল রয়েছে। ম্যাচের পরে ভুবনেশ্বর কুমারকে নিয়ে কোহলি সাংবাদিক সম্মেলনে সমর্থকদের আশ্বস্ত করে বলেন, ”ভুবনেশ্বর হালকা চোট পেয়েছে। বোলিং করার ফুটমার্কে পিছলে গিয়েছিল। আগামী দুটো থেকে তিনটে ম্যাচে খেলতে পারবেনা ভুবি। পরবর্তী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ভুবি খেলবে” এর অর্থ, চলতি মাসে ২২ ও ২৭ তারিখে আফগানিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে খেলতে পারবেন না তারকা পেসার। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩০ তারিখের ম্যাচে খেলা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে।টিম ইন্ডিয়া ভুবনেশ্বরকে নিয়ে অহেতুক উদ্বিগ্নও নয়। ভুবির বদলে আগামী কয়েকটি ম্যাচে মহম্মদ সামিকে প্রথম একাদশে দেখা যাবে।

পাকিস্তানের হারের পর আফ্রিদি আইপিএলকে দায়ী করলেন

ইংল্যাণ্ড আর ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের আতিথেয়তায় চলতি বিশ্বকাপ ২০১৯ এ রবিবার এক দুর্দান্ত ম্যাচ খেলা হয়েছে। এই ম্যাচে ভারত পাকিস্তানকে ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মের আধারে ৮৯ রানে হারিয়ে দিয়েছে। আরো একবার ভারতীয় দল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করেছে।পাকিস্তান ভারতের কাছে বিশ্বকাপে পেল সপ্তম হারভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে এই ম্যাচে সমর্থক আর প্রাক্তন ক্রিকেটারদের একটা কড়া টক্করের আশা তো ছিল, কিন্তু ভারত পাকিস্তানকে কোনো সুযোগ দেয়নি আর একটা সহজ জয় তুলে নেয়। এই ম্যাচে পাকিস্তান অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদ টস জেতে কিন্তু তিনি তার ফায়দা না তুলে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন। যার পর ভারতীয় দল একটা দুর্দান্ত প্রদর্শন করে ৩৩৬ রান করে।হিদ আফ্রিদি ভারতের খেলোয়াড়দের প্রদর্শনের জন্য আইপিএলকে শ্রেয় দিলেনর জবাবে পাকিস্তান দলের ব্যাটসম্যানরা সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে দেন আর বৃষ্টি প্রভাবিত ম্যাচে ৪০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ২১২ রানের স্কোর করতে পারে। আর ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মের আধারে ৮৯ রানে হেরে যায়। ভারতীয় দলের এই জয়ের পর তাদের সকলেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন তো সেই সঙ্গে পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক শাহিদ আফ্রিদি পাকিস্তানকে বিশেষ মেজাজে শুভেচ্ছা জানিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য আইপিএলকে শ্রেয় দিয়েছেন।

সন্ধান চাই

Ref : Budhjung Nagar P.S GDE No-30 dt: 12/06/2019

পাশের ছবিটি শ্রীমতি রূপা ঋষি দাস। স্বামী-শ্রী সুধীর ঋষি দাস। সাং-খাস নৌয়াগাঁও থানা-বোধজংনগর, বয়স-২০বছর। উচ্চতা-৫ ফুট, গায়ের রং-শ্যামলা, স্বাস্থ্য -হালকা পাতলা। পরনের শাড়ি। গত ১১-০৬-২০১৯ইং তারিখ নিজ বাড়ি হইতে কাউকে না বলে চলে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরের উল্লেখিত মহিলার সম্বন্ধে যদি কাহারও কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ রইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি টি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২৫৭৮৪/১০০
৩) বোধজংনগর থানা - ০৩৮১-২৩৯ ১১০৪

ICA/D/360/19-20

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

No. F.3(19)-SF/MNP/DEV/TENDER/2019-20/324
Date, Mohanpur the 14/06/2019.

PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura From the bonafied fish seed growers (Individual/Fishery based SHGs/MSS Ltd.) of Mohanpur Sub-Division producing IMC fingerlings in their own/ leased out water bodies for supply of IMC fingerlings in different GP under the **Bamutia Block** area during the year 2019-20. The last date of submission of tender through registered post/ speed post/ Courier service is 26/06/2019 up to 04.00 PM. The dropping of tender will be eligible for those who are residing within Mohanpur Sub-Division only. The interested tenderer may contact with the office of the undersigned on or before 26/06/2019 on any working days for collection of tender form and detail terms & Conditions etc.

ICA/C/371/19

(M. RAY)
SUPERINTENDENT OF FISHERIES
MOHANPUR SUB-DIVISION

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. PT-1/EE-1/CE/ RDD/2019-20 DATED 11/06/2019

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer-I, o/o the Chief Engineer, RD Department invites item wise separate sealed tender for following works from the eligible bidders Up to 3 PM of 20/06/2019 (office date and hour only) as per following terms condition as well as DNIT. Cost of tender form is Rs. 500.00, to be submitted along with tender in the form of Demand Draft (non refundable).

1. DNIT No. DT-I/HIR-VEH/EE-I/CE/RDD/2019-20 dt. 11/06/2019. Name of item: Hiring of the vehicles:
1 (one) no Mahindra Scorpio incl. fuel and driver for use by the Chief Engineer, RD Department. (2nd call) EMD: Rs.15,000.00

Eligibility of bidder: Resourceful, bonafied Indian citizen/ agency/firm who is the owner of Mahindra Scorpio. Year of manufacturing of the Mahindra Scorpio should be 2018 or thereafter.

For details, concerned DNIT may be inspected in the office of the Chief Engineer, RD Department up to 19/06/2019. Before dropping of tender, bidder may consult with the concerned Enaineerina officers of this office for clarification/ explanation/interpretation of any specification. The probable Date & Time of Opening of Tenders is at 3.30 PM of 20/06/ 2019. Interested bidders or their representatives may remain present during opening of the tender. No tender form will be sold. Tender form is to be downloaded from the website http://tripura.gov.in and http://rural.tripura.gov.in/by eligible bidders.Subsequent corrigendum/Addendum etc, if any, will be available in the website. The bidders are required tock the websites regularly for this purpose, to take them into account before submission of tender. For any furtherfici on,contact at 0381 230-0125 during office date and hour only.

ICA/C/390/19

[Er. P. Debbarma]
Executive Engineer-I to the Chief Enineer (RD)
Gurkhabasti, Agartala

সেমিফাইনালের লড়াই সীমাবদ্ধ থাকবে এই দলগুলির মধ্যে

লন্ডন, ১৮ জুন: দেখতে দেখতে দিন কুড়ি পাড় হয়ে গেল আইসিসি বিশ্বকাপ ২০১৯ । ৩০ মে থেকে শুরু হওয়া বিশ্বকাপে এখন প্রতিটি দল অন্তত চারটে করে ম্যাচ খেলে ফেলেছে।বাংলাদেশ, পাকিস্তানের মত চারটি দল পাঁচটা করে ম্যাচ খেলে ফেলেছে। এবার মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে কোন দলের ক্ষমতা কতটা দূর। আপাতত দেখা মনে হচ্ছে সেমিফাইনালে ওঠার লড়াই মূলত ৫টা দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যদিও আরও দুটি দল একেবারে ছিটকে গিয়েছে তা নয়। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড-এই চারটি দলকেই সবচেয়ে শক্তিশালী দেখাচ্ছে।ভারতকে একেবারে অপ্রতিরোধ্য দেখাচ্ছে। বিরাট কোহলিরা সব বিভাগেই বাকিদের থেকে এগিয়ে আছেন বলেই মনে হচ্ছে। এখনও সেভাবে বড় দলগুলির সঙ্গে না খেলা নিউজিল্যান্ড চারটে ম্যাচ খেলে অপরাজিত। অস্ট্রেলিয়া একমাত্র ভারতের সঙ্গে ছাড়া বাকি তিনটে ম্যাচে জিতেছে। আর আয়োজক দেশ ইংল্যান্ড অপ্রত্যাশিতভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে হারের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে আবার ভালভাবেই এগোচ্ছে।এই চারটি দলের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে বাংলাদেশ। যে বাংলাদেশ প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকা, পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েছে। একটা করে বড় ম্যাচ জিতে চমকে দিলেও এখন পরপর হেরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তানের অবস্থা খারাপ। গেইল, সরফরাজরা এখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে শেষ চারে উঠবেন এমন আশা তাদের অতি বড় সমর্থকরাও করছেন না। পাঁচটা ম্যাচ খেলে মাত্র একটাতে জেতা শ্রীলঙ্কাকে নিয়েও খুব বেশি আশা নেই। দক্ষিণ আফ্রিকা চার ম্যাচ পর প্রথম জয়ের দেখা পেয়ে একেবারে কোণঠাসা। আর চার ম্যাচে চারটেই খারাপভাবে হেরে বিদায়ের পথে আফগানিস্তান।৪ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট পেয়ে বিরাট কোহলিরা এখন দারুণ জায়গায়। কোহলিদের এখনও রাউন্ড রবীন লিগে পাঁচটা ম্যাচ বাকি। কিন্তু একমাত্র ইংল্যান্ড ছাড়া ভারতের আগামী পাঁচটা ম্যাচের প্রতিপক্ষরা খাতায় কলমে তুলনায় দুর্বল। যদিও বাংলাদেশ বেশ ভাল খেলছে। ক্রীড়াসূচি অনুযায়ী টিম ইন্ডিয়ার সবচেয়ে কঠিন ম্যাচ ছিল প্রথম চারটি। দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান-এই চারটি ম্যাচ খেলে ৭ পয়েন্ট পেয়েছেন কোহলিরা। সাউদাম্পটনে কিউইদের বিরুদ্ধে ম্যাচটা সম্পূর্ণ ভেস্তে গিয়েছিল বৃষ্টিতে। বাকি তিনটে ম্যাচ কোহলিরা একেবারে বড় জয় পান। পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা মাচে তো কোহলিরা হাসতে হাসতে জেতেন। ভারতের পরবর্তী ম্যাচ আগামী শনিবার, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। তারপর কোহলিরা খেলবেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। এই দুটি ম্যাচে জিতলেই কোহলিরা সেমিফাইনালে উঠে যাবেন।

জেসন হোল্ডার সোজাসুজি এই খেলোয়াড়দের করলেন হারের জন্য দায়ী

বাংলাদেশের দল বিশ্বকাপ ২০১৯ এর ২৩তম ম্যাচে ওয়েস্টইন্ডিজকে ৭ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছে। এই ম্যাচের টস বাংলাদেশ জেতে আর প্রথম বল করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ওয়েস্টইন্ডিজের দল নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ৩২১ রান করে।ওয়েস্টইন্ডিজ বাঁচাতে পারেনি ৩২১ রানের বিশাল স্কোরজবাবে লক্ষ্য তাড়া করতে নামা বাংলাদেশ দলের হয়ে চতুর্থ উইকেটের জন্য শাকিব আল হাসান আর লিটন দাস ১৮৯ রানের অপরাজিত পার্টনারশিপ গড়েন আর এই পার্টনারশিপের সৌজন্যে বাংলাদেশ এই লক্ষ্য ৩ উইকেট হারিয়ে ৪১.৩ ওভারেই হাসিল করে নেয়। বাংলাদেশের হয়ে শাকিব আল হাসান ৯৯ বলে ১২৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন। অন্যদিকে দলের হয়ে লিটস দাসও ৬৯ বলে ৯৪ রান করেন।আমরা ৪০-৫০ রান কর করেছিহারের পর ওয়েস্টইন্ডিজের অধিনায়ক জেসন হোল্ডার নিজের পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে বলেন, 'আমরা প্রায় ৪০-৫০ রান কর করেছিলাম, কারণ পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য যথেষ্ট ভাল ছল আর পুরো দিন উইকেট ভাল খেলেছে। আমার মনে হয়েছিল এ শুরুর ১০ ওভারের ব্যাটিং আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হবে, কিন্তু আমরা তা ভালভাবে পার করে ফেলি। আমাদের একটা বড়ো স্কোর করার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু মাঝের দিকে আমরা কিছু উইকেট দ্রুত হারিয়ে ফেলি আর এই ভাল উইকেটে তত রান করতে পারিনি, যতটা হওয়া উচিত ছিল' বোলিং আর ফিল্ডিং ভীষণই খারাপ করেছিজেসন হোল্ডার আগে নিজের বয়ানে আরো বলেন,'আমার মনে হয় যে আমরা বলের সঙ্গে এরচেয়ে ভাল করতে পারতাম, আমরা এরচেয়ে ভাল ফিল্ডিংও করতে পারতাম, কিন্তু আমাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে সেই প্যাশন দেখা যায়নি। আমরা রান আউটের চান্সও মিস করেছি আর আমাদের গ্রাউন্ড ফিল্ডিংও ভাল ছিল না। এই হারের কোনো বাহানা বানানো যেতে পারে না। আমরা তিন বিভাগেই ব্যর্থ প্রমানিত হয়েছি। এখন আমাদের যদি শেষ চারে জায়গা তৈরি করতে হয় তো আমাদের প্রত্যেক ম্যাচ জিততে হবে। এখন আমাদের লাগাতার ভাল খেলতে হবে, কারণ ভুলের কোনো জায়গাই আমাদের কাছে বেঁচে নেই'।

সৌরভ তুললেন পর্দা, এই কারণে বিনা আউট হয়ে মাঠের বাইরে গেছিলেন কোহলি

ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে হওয়া হাইভোল্টেজ ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার ৪৮ ওভারে একটি অসামান্য ঘটনা ঘটে, যার চারদিকে আলোচনা হচ্ছে। এই ওভারে হয়েছিল এমন কিছু যে বিরাট কোহলি বিনা আউট হয়েই প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। যদিও বিরাট কোহলি কি কারণে মাঠ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এই বিষয়ে প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী কমেন্টি বক্সে খোলসা করেছেন।গাঙ্গুলীর মতে বিরাট কোহলির ব্যাটের সম্ভবত হ্যান্ডেল ক্রিক হয়ে গিয়েছিল, যে কারণে তার মনে হয়েছিল যে বল ব্যাটের কোনা ছুঁয়ে চলে গিয়েছে। এই কারণে তিনি মাঠের বাইরে চলে যান। অন্যদিকে পাকিস্তানের খেলোয়াড় দ্বারা অ্যাপিলও করা হয়েছিল, যে কারণে তিনি বিষয়ে অনুভব হয়েছে। পাকিস্থান দল এই ম্যাচে টসে জিতে প্রথম বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সরফরাজ আহমেদ দ্বারা নেওয়া এই সিদ্ধান্ত আরো একবার ভুল প্রমানিত হয়, কারণ শুকনো উইকেটের উপর প্রথমে বল করা দলের পক্ষে যায়নি তা সত্ত্বেও তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন, যারপর তাকে প্রচুর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়।পাকিস্তান দলের জোরদার অ্যাপিলের পর অ্যাম্পায়ারের নির্নয়ের আগেই বাইরে চলে যান কোহলিরোহিত শর্মা আর কেএল রাহুলের মধ্যে সেঞ্চুরি পার্টনারশিপের সৌজন্যে দলকে সেই জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেয় যেখান থেকে যে কোনো দলের জন্য এটা সহজ হয়ে যায়। এরপর বিরাট কোহলির ৭৭ রানের ইনিংস আর হার্দিকের ঝোড়ো ২৬ রানের সৌজন্যে দলের স্কোর ৩৩৬ রানে পৌঁছে দেয়। এই ম্যাচে পাকিস্তান দল ৮৯ রানে হেরে যায়।ঠিক এই হয়েছিল ঘটনাটিইনিংসের ৪৮তম ওভারে পাকিস্তান প্রধান বোলার মহম্মদ আমিরকে দিয়ে বল করাচ্ছিল। বিরাট কোহলি স্ট্রাইকে ছিলেন সেই সময় আমিরের বাউন্সারকে বিরাট মাঠের বাইরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু বল আর ব্যাটের মধ্যে সম্পর্ক না হওয়ার কারণে তিনি নিরাশ হন। সেই বল উইকেটকিপার সরফরাজ আহমেদের কাছে যায় আর পাকিস্তান দল আউটের জোরদার অ্যাপিল করে। বিরাট কোহলিও অ্যাম্পায়ারের নির্নয়ের অপেক্ষা না করে মাঠের বাইরে চলে যান। অন্যদিকে আল্ট্রা এজে দেখার পর জানা যায় যে বল আর ব্যাটের মধ্যে কোনো সম্পর্ক ছিল না।সৌরভ গাঙ্গুলী কমেন্টি বক্সে বসে জানান যে বিশ্বের এক অংশে একটি সমস্যা রয়েছে যে যখন বল ব্যাটের উপর দিয়ে যায় তো আপনি জানতে পারেন না কি হয়েছিল, সম্ভবত এটাই কোহলির সঙ্গে হয়েছে, তার মনে হয়ে থাকবে যে বল ব্যাটের কোণা ছুঁয়ে গেছে।বিরাট কোহলিদের শেষ চারের রাস্তা মসৃণ দেখাচ্ছে,

কাতারকে বেআইনিভাবে বিশ্বকাপ ”উপহার” দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার কিংবদন্তি প্লাতিনি!

নিজস্ব প্রতিবেদন : দুর্নীতির অভিযোগ! কাতারকে ২০২২ সালের ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ বেআইনিভাবে ”উপহার” দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন প্রাক্তন উয়েফা প্রেসিডেন্ট ও কিংবদন্তি ফরাসি ফুটবলার মিশেল প্লাতিনি। কাতারকে বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করল ফরাসি পুলিসের দুর্নীতিদমন শাখা।২০২২ সালের ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে কাতারে। অভিযোগ ২০১৪ সালে বেশ কয়েকবার কাতার ফুটবল ফেডারেশনের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করেন প্লাতিনি। এরপর ভোটাভুটির সময় কাতারের পক্ষে ভোট দেন তিনি। কাতারে বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে শুরু থেকেই নানা বিতর্ক চলছে। অভিযোগ ঘুষ নিয়ে কাতারকে বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্লাতিনির বড় ভূমিকা নেন। ফিফার প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট জ্যাক ওয়ার্নার একটি ই-মেইল ফাঁস করে দাবি করেছিলেন, বড় অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে কাতারকে বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতেই ফরাসি পুলিসের দুর্নীতিদমন শাখা গ্রেফতার করে প্লাতিনিকে।ততালীন ফিফা প্রেসিডেন্ট সেপ ব্লাটারের পদত্যাগের পর তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে সেই সময় উয়েফা প্রধান প্লাতিনিকে ভাবা হয়েছিল পরবর্তী ফিফা প্রেসিডেন্ট। কিন্তু কদিন পরেই তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে দুর্নীতির প্রমাণ পায় ফিফার এথিক্স কমিটি। তদন্ত শেষে ২০১৫ সালে দুর্নীতির অভিযোগে ব্লাটারের সঙ্গে প্লাতিনিকেও চার বছরের জন্য নির্বাসিত করে ফিফার এথিক্স কমিটি। ব্লাটারের নির্দেশে ১.৩৫ মিলিয়ন পাউন্ড নিয়েছিলেন প্লাতিনি। ২০০৭ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত উয়েফার প্রেসিডেন্ট ছিলেন প্লাতিনি। কিন্তু আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগে দোষী প্রমাণিত হয়ে উয়েফা থেকে নির্বাসিত হন তিনি।

২০০৩- ২০১৯ আইসিসি-র টুইটের উত্তর দিলেন সচিন

নিজস্ব প্রতিবেদন : ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে পর আইসিসি দুটি ভিডিয়ো পোস্ট করে জানতে চায় কোনটি সেরা।

একটি ২০০৩ সালে সেঞ্চুরিয়নে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শোয়েব আখতারকে আপার কাটে ছক্কা মেরেছিলেন সচিন তেন্ডুলকর। ১৬ বছর পর ২০১৯ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে পাকিস্তানের হাসান আলিকে প্রায় একই রকম আপারকাটে ছক্কা হাঁকান রোহিত শর্মা। এই দুটি ভিডিয়ো আইসিসি টুইটারে পোস্ট করেছে পাশাপাশি এবং জানতে চেয়েছে, '২০০৩ সালে সচিন না ২০১৯ সালে রোহিত- কোনটা সেরা?'আইসিসি-র এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন স্বয়ং সচিন তেন্ডুলকরই। তিনি টুইটেই আইসিসি-কে জবাব দিয়ে লিখেছেন, 'আমরা দুজনেই ভারতীয়। আর এক্ষেত্রে আমরা দুজনেই আমচি মুম্বইয়ের। তাই পরিস্থিতি এরকম- হেড পড়লে আমি জিতব, টেল পড়লে তুমি হারবে।'

NOTICE INVITING e-TENDER :01/EE/WRD-I/e-tender/ 2019-20 Dated: - 15-06-2019

The **Executive Engineer, Water Resource Division NoI, Kunjaban, Agartala, Tripura.** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterpriseand eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway /Other State PWD **up to 3.00 P.M.** on **09-07-2019 to 1207-2019** for the following work:-

Sl No.	Name of work	Estimaed cost	Earnest money	Time for completion
1.	DNIeTNo:01/EE / WRD- 1/EE/DNIT/ 2019-20.	17,95,247.00	17,953.00	3(three) months
2.	DNIeTNo:02/EE / WRD- 1/EE/DNIT/ 2019-20.	10,80,773.00	10,808.00	3(three) months
3.	DNIeTNo:03/EE / WRD- 1/EE/DNIT/ 2019-20.	17,95,247.00	17,953.00	3(three) months

Last date and time for document downloading and bidding on 09-07-2019 and Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs.on 12-07-2019.

Notes:-For more details kindly visit :Https:// tripuratenders.gov.in

ICA/C/377/19

(Er.Pankaj Kr.Raha)
Executive Engineer
Water Resource Division No-I

PNIT NO: ePT07/EFAD/KCP/DIV/2019-20 DATED- 14/06/2019

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, **R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura, Tripura invites percentage rate e-tender (single** bid system) in PWD form-7 from the eligible Contractors /Fums/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State **PWD up to 5.00 P.M.** on 25/06/2019 for the following works:

Sl No.	Name of work	Estimaed cost	Earnest money	Time for completion
1.	Construction of Community Hall near Panisagar Fire Service Pancha Devata Mandir Under Panisagar RD Block During the year 2018-19 (2-Call). DNIT No: - eDT18/ EE/RD/KCP/DIV/ 2018-19	13,65,298.00	13,653.00	180 days.

Last Date for Document Downloading is 2:00919 & Time and Date for Opening of Bid is on 27/06/2019 at 12.00 Noon. The Document Downloading and Bidding for participation in e-tender please go through website https:// tnpuratenders.gov.in. The class of Bidders has to be appro-priate class depending upon the estimated cost of work.

ICA/C/382/19

Sd/-
Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura.

NOTICE INVITING e-TENDER NO. e-PT-1/EEIRD/TLM-DIV/2019-20, Dt. 14/06/2019

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, RD Teliamura Division, Government of Tripura invites item wise separate e-tender (Single bid) for procurement of the following items from the eligible bidders Up **to 3 PM of 29/06/2019 as per following terms condition** as well as DN1T.

Sl No	Name of the Item	Estimated cost(Rs.)	Earnest Money(Rs.)	Cost of tender form(Rs.)	Last date and time for e-bidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and bidding application	Class of Tenderer
1	Procurement of 1st" class brick & 1st" class straight picket and 1" Class Brick Aggregate in various sizes for various worksites underTel iamura/Kalyanpur/ Mungiakami/Khowai/Padmabil/ Tulashikhar RDBlock including Khowai & Teliamura Municipal Council under Khowai District.DNIT No-e-DT-I/BRICK &BRICK AGGREGATE/EE/RD/TLM-DIV/ 2019-20 dt: 14/06/2019	40,00 Lakn Per item	75,000.00	500.00	Upto 3.00 PM of 29/06/2019	At 3.30 PM on 29/06/2019	http:// tripuratenders.gov.in	Brick kiln owner/ firm having manufacturing unit of brick

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https:// tripuratenders.Eov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bidder ro attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdtlm.2009(&,rediffmail .com or for any uploading/e-bidding problem contact at 03825 262095/9862139398 during office date and hour only.

ICA/C/386/19

Sd/-
Executive Engineer
RD Teliamura Division
Khowai Tripura.

মঙ্গলবার গোলাঘাটি হাইস্কুলের নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

উত্তর প্রদেশে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, মৃত্যু দু'জনের

বালিয়া, ১৮ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বালিয়ায় বেপরোয়া গতির বলি হলেন দুই ব্যক্তি। মঙ্গলবার এ ব্যাপারে পুলিশের এক কর্তা জানান, একটি বাইকের সঙ্গে বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা একটি গাড়ির সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই দুই বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়। মৃতদের নাম জওহরলাল তিওয়ারি (৬৫) এবং অজয় পাণ্ডে (৩২)। পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার রাতে নিজের বাইকে অজয় পাণ্ডের (৩২) সঙ্গে যাচ্ছিলেন ৬৫ বছর বয়সী জওহরলাল তিওয়ারি। পথে হলদি এলাকার কাছে ভারসৌতা গ্রামে পিছন দিক থেকে দুরন্ত গতিতে ছুটে আসা একটি চার চাকার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে বাইকটিতে। ছিটকে পড়ে যান দুই বাইক আরোহীই। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে বাইকটি পুরো দুমড়ে মুচড়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। দুর্ঘটনাস্থল থেকে দু'জনকেই উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা জানান, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে জওহরলাল তিওয়ারি ও অজয় পাণ্ডের। দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঋণ প্রদাণ করার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলিকে আরও আন্তরিক হতে হবে : এস এল বি সি'র সভায় মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। সরকারের পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে ব্যাংকগুলি তাদের কর্মসূচি গ্রহণ করলে জনগণ সবচেয়ে বেশী উপকৃত হবেন। আজ আগরতলায় প্রাভবনে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্টেট লেভেল ব্যাংকার্স কমিটির ১২৯তম সভায় এ অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ প্রদান করার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলিকে আরও আন্তরিক হতে হবে। সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র কোনগুলি সে সম্পর্কে ব্যাংককে জানতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কর্মসংস্থানের জন্য ক'ষি, হর্টি, পশুপালন, মাছচাষ, রাবার, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলিতে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। এই সেক্টরগুলিতে সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যাংকগুলিকে সরকারের গুরুত্বের ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ করার জন্য বেকারদের উৎসাহিত করে সঠিক দিশা দেখানো প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন কোন ব্যাঙ্কে গ্যারান্টির নাম করে বেকারদের হয়রান করা হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী এদিনের সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যেখানে গ্যারান্টির বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয় সেখানে গ্যারান্টি চেয়ে গরীব বেকার যুবক-যুবতীদের অসহযোগিতা করা মোটেই উচিত নয়। এক্ষেত্রে আন্তরিক হয়ে কাজ করার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের জন্য ব্যাংকগুলি নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু বলেন সি ডি অনুপাত বাড়ানোর জন্য উচ্চতর লক্ষমাত্রা নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে ব্যাংকগুলিকে। জেলাভিত্তিক সি ডি অনুপাত পর্যালোচনা করে তিনি বলেন, কোনভাবেই কোন জেলার সি ডি অনুপাত আগের চেয়ে কমে যাবে এমনটা যেন না হয় সেদিকে ব্যাংকগুলিকে লক্ষ্য দিতে হবে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড এর ক্ষেত্রে মুখ্যসচিব বলেন, সকল ক'ষকদেরকেই এর সুবিধা প্রদান করতে হবে। তিনি বলেন, স্ব-সহায়ক দলগুলিকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক বলেন, প্রতি ১৫ দিন অন্তর ব্যাংকগুলি যদি প্রচারাভিযান করে এবং ক'ষকদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদান করে তবে সহজেই সকল ক'ষককে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদান করা যাবে।

স্ব-সহায়ক দলগুলিকে ঋণ প্রদান করার বিষয়ে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক বলেন, স্ব-সহায়ক দলের ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ আদায়ের হার যথেষ্ট ভাল। তাই স্ব-সহায়ক দলগুলিকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের সাথে বন্ধসুলভ আচরণ করে তাদেরকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তিনি ব্যাংকগুলিকে পরামর্শ দেন।

ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সি ই ও অশোক কুমার প্রধান সভায় স্টেট লেভেল ব্যাংকার্স কমিটির বিস্তারিত গ্রামীণ কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় স্টেট লেভেল ব্যাংকার্স কমিটির ১২৮তম সভায় যে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তার বাস্তবায়ণ এবং ঘাটতি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং চলতি বছরের কর্মসূচির রোডম্যাপ তৈরী করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের সকল ব্যাংকের গড় সি ডি রেশিও ৫৪ বলে সভায় জানানো হয়। ৩১ মার্চ ২০১৮ তে এই অনুপাত ছিল ৪৮ যা ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিষয়ে বিভিন্ন ব্যাংকের সি ডি অনুপাত নিয়ে আলোচনা হয় এবং কম সি ডি অনুপাত রয়েছে এমন ব্যাংকগুলিকে আরও যত্নবান হয়ে কাজ করার পরামর্শ দেন স্টেট লেভেল ব্যাংকার্স কমিটি। ক'ষকদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদান করার বিষয়ে রাজ্যের ৪ লক্ষ ৭২ হাজার ক'ষককে সুবিধা প্রদান করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় জানানো হয় যে, ত্রিপুরা গ্রামীণ ছয়ের পাতায় দেখুন

রাতের কলকাতায় একদল যুবকের হাতে প্রাক্তন 'মিস ইন্ডিয়া'র হেনস্থা

কলকাতা, ১৮ জুন।। কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে মাঝরাতে একদল যুবকের হাতে আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ তুললেন মডেল-অভিনেত্রী উষসী সেনগুপ্ত। যে উব্‌রে চড়ে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন, তাতে ধাক্কা মারার পাশাপাশি চালককে মারধর করা এমনকি বেশ কয়েক কিলোমিটার ধাওয়া করে এসে তাঁকে গাড়ি থেকে টেনে নামানোর চেষ্টাও করা হয়। হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয় মোবাইল। পুলিশের কাছে জানাতে গেলে এটা এই থানার বিষয় নয় বলে এড়িয়ে যাওয়া হয় এমনটাও অভিযোগ করেছেন তিনি। পুলিশ যদিও অভিযোগ পেয়ে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতেরা হল শেখ রাহিত, ফারদিন খান, শেখ সাবির আলি, শেখ গনি, শেখ ইমরান আলি, শেখ ওয়াসিম, আতিফ খান।

অভিযোগে উষসী জানিয়েছেন, সোমবার কাজ শেষ করে বাইপাসের ধারের একটি পাঁচতারা হোটেল থেকে এক সহকর্মীর সঙ্গে উব্‌রে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। রাত তখন পৌনে ১২টা। এক্সাইড মোড় থেকে গাড়ি এলগিন রোডের দিকে যেতেই একটি বাইক এসে উব্‌রে ধাক্কা মারে। এর পরে উব্‌র থামতেই ওই বাইকচালক এবং তাঁর বন্ধুরা এসে ঝামেলা শুরু করেন। তাঁরাও অন্য কয়েকটি বাইকে যাচ্ছিলেন। উব্‌রচালককে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। সব মিলিয়ে ঘটনাস্থলে অন্তত ১৫ জন যুবক ছিলেন বলে পুলিশকে জানিয়েছেন উষসী।

কংগ্রেসকে ক্ষমতাসীন করতে ডাক দিলেন প্রদ্যুৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ জুন ।। কংগ্রেসকে ক্ষমতাসীন করতে কর্মীদের শপথ নেওয়ার আহ্বান জানালেন পিসিসি সভাপতি মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ। মঙ্গলবার কৈলাসহরের উনকোটি কলাক্ষেত্রে কর্মী সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন তিনি। এছাড়াও ছিলেন প্রাক্তন পিসিসি সভাপতি বীরজিৎ সিনহা, গোপাল রায় এবং জেলা কংগ্রেস সভাপতি বদরুজ্জমানও।

মঙ্গলবার দুপুর ২টা নাগাদ কংগ্রেস কর্মীসভা শুরু হয়। পিসিসি সভাপতি আসেন বোল তিনটা নাগাদ। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কর্মীদের উৎসাহ জুগিয়ে গেলেন পিসিসি সভাপতি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কৈলাসহরে দুদিন অবস্থান করে ৮-১০ টি সভা করার ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি। বক্তব্য রাখেন বীরজিৎ সিনহা। গোপাল রায়, বদুরুজ্জমানও। প্রচুর কর্মী সমর্থক ছিলেন এই সভায়।

বাঁধ সাড়াইয়ে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ জুন ।। মঙ্গলবার দুপুরে কৈলাসহর মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সদস্যরা কৈলাসহর মহকুমা শাসক ডাঃ বিশাল কুমারের নিকট এক ডেপুটেশন প্রদান করে। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন ভাস্কর ঘোষ অধিকারী, অসীম পাল, অশোক চক্রবর্তী, রূপম পাল, অনিল পাল, মানিক রায় সহ আরও অনেক ব্যবসায়ী। ডেপুটেশন শেষে ব্যবসায়ী ভাস্কর ঘোষ অধিকারী বলেন কৈলাসহরে মনু নদীর তীরে যে বাঁধ রয়েছে সেই বাঁধের অবস্থা খুবই সংকটজনক। বিভিন্ন অঞ্চলে বাঁধ একেবারেই নদীরকাছে চলে এসেছে। তাছাড়া একটু বৃষ্টি হলেই নদীর জল বাড়ার সাথে সাথেই মহকুমাবাসী আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পরে। মঙ্গলবারের ডেপুটেশনে ওই বাধ সারাইয়ের দাবি জানানো হয়।

রায়গঞ্জে জাতীয় সড়কে বাস উলটে জখম ৫০

রায়গঞ্জ, ১৮ জুন (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের নাগরের ভাঙাবাড়ি এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বাস উলটে জখম হলেন কমপক্ষে ৫০ জন। ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জের নাগরের ভাঙাবাড়ি এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বেশ কয়েকজন বাসে করে মালদার রামকেলির মেলা থেকে রায়গঞ্জে ফিরছিলেন। ভাঙাবাড়ি এলাকার কাছে বাসটি হঠাত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উলটে যায়। স্থানীয়রা জখম যাত্রীদের ছয়ের পাতায় দেখুন

বর্ণবিদ্বেষের শিকার অধ্যাপিকা গণইস্তফার হিরিক রবীন্দ্রভারতীতে

কলকাতা, ১৮ জুন (হি.স.): অধ্যাপিকাকে জাত তুলে গালাগালি দেওয়ায় পাঁচজন অধ্যাপক ইস্তফা দিয়েছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েউ মঙ্গলবার দুপুর দেড়টার সময় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রভারতীতে যানউ তাঁর সাথে বৈঠকে বসেন অধ্যাপকরাউ আগামীকাল বুধবার রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর কাছে অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা অভিযোগ জানাবেন বলে জানা গিয়েছে। এদিকে অধ্যাপিকার বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছে কেন্দ্রীয় তফশিলি কমিশনও।

গত ২০ মে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তফসিলি উপজাতির এক শিক্ষিকা তথা ভূগোলের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান সরস্বতী কেরকেটাকে জাত তুলে হেনস্থা করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধেউ এরপরেই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন বিভাগীয় প্রধান সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি স্টাডি সেন্টারের অধিকর্তাও পদত্যাগ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। একই সাথে চার জন শিক্ষককে হেনস্থার নতুন চারটি অভিযোগও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে জমা পড়েছে। জানা গিয়েছে, পরীক্ষায় কম নাম্বার দেওয়ার অপরাধে তাঁকে এইরকম হেনস্থা করা হয়উ ওই অধ্যাপিকার দাবি, ঘটনার দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে তাঁকে লক্ষ্য করে বোতল ছোঁড়েন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। এমনকী, জাত তুলে গালিগালাজ করার পাশাপাশি যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিক্ষোভকারীরা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা দাবি করেন, অধ্যাপিকা সরস্বতী কেরকেটাকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। ঘটনার তিনদিন পর, ২৩ মে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন অধ্যাপিকা সরস্বতী কেরকেটা। তবে এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন শিক্ষা বিভাগের প্রধান ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অমল মণ্ডল, অর্থনীতি বিভাগের প্রধান বিন্দি সাউ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান বঙ্কিম মণ্ডল ও বাংলাদেশ স্টাডিজের অধিকর্তা আশিস দাস। তাঁদের অভিযোগ, এর আগেও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করা হয়েছে। কিন্তু অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবশ্য দাবি, ভুগোল বিভাগের প্রধানকে নিগ্রহ ও বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের ঘটনার তদন্তে কমিশন গঠন করা হয়েছে। তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দিলেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এরপর একে একে বহু শিক্ষক মুখ খুলতে শুরু করেন ঘটনায়। কালো ব্যাজ পরে উপাচার্যের দপ্তরে যান তাঁরা। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে ক্যাম্পাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তির পাদদেশে দাঁড়িয়ে প্ল্যাকার্ড-পোস্টার হাতেও প্রতিবাদ জানান।

উপাচার্য সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরী অবশ্য কারও পদত্যাগপত্র এখনও পর্যন্ত গ্রহণ করেননি। তিনি জানিয়েছেন, "ওঁরা আমার কাছে ওঁদের পদত্যাগপত্র জমা করেছেন। কিন্তু আমি গ্রহণ করিনি। ওঁরা যাতে পদত্যাগ না করেন সেই আবেদন আমি ওদের কাছে রেখেছি।

তাছাড়া আমরা তথ্যানুসন্ধান কমিটি তৈরি করেছি। রির্পোট হাতে এলে যথাযথ ব্যবস্থাও নেওয়া হবে"উ পরিস্থিতি সামাল দিতে তিনি পদত্যাগী শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বসা হবে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য।

বসেই শপথ অসুস্থ মুলায়মের, জয় ভীম বলে স্লোগান আসাদউদ্দিনের

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি.স.) : প্রোটেম স্পিকারের সম্মতিতে লোকসভায় বসেই শপথ নিলেন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদব।

বার্ধক্যজনিত রোগে অসুস্থ সমাজবাদী পার্টির এই প্রবীণ নেতা।মঙ্গলবার ছিল শপথগ্রহণের দ্বিতীয় দিন। এদিন হুইল চেয়ারে করে অধিবেশন কক্ষের আসেন মইনপুরীর এই সাংসদ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুত্র ও উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব।

লাউদোহায় বিজেপিকর্মীদের গ্রেফতার করতে গিয়ে জনরোষে আক্রান্ত পুলিশ, উত্তেজনা

দুর্গাপুর, ১৮ জুন (হি. স.) : রাতের অন্ধকারে বিজেপিকর্মীদের গ্রেফতার করতে গিয়ে জনরোষে আক্রান্ত পুলিশ। পুলিশ-জনতার খন্ডযুদ্ধে চরম উত্তেজনা ছড়াল পশ্চিম বর্ধমানের লাউদোহার পাটশ্যাওড়া গ্রামে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে ৩ পুলিশ আধিকারিক। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল বিশাল পুলিশবাহিনী, কমব্যাট ফোর্স। পুলিশের ওপর হামলায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরে লাউদোহা-ফরিদপুর এলাকা উত্তপ্ত। কয়েকদিন আগে লাউদোহার ধবনী গ্রামে বিজেপির বিজয় মিছিলে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় পুলিশে অভিযোগও দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে ধবনী গ্রামে অভিযান চালাতেই প্রতিবাদে সরব হয় তৃণমূল। পান্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারীর নেতৃত্বে থানা ঘেরাও হয়। এবং তৃণমূলের অভিযোগ মতো ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিজেপি কর্মীদের গ্রেফতারের দাবিতে পুলিশকে ৪৮ ঘন্টা সময় সীমা বেঁধে দেন তৃণমূল। ওইদিন জব্বরপল্লী এলাকায় সিন্ডিকেটরাজ বন্ধে সরব হয় গ্রামবাসীরা। ওই এলাকায় তৃণমূল প্রভাবিত একটি সিন্ডিকেট অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয় গ্রামবাসীরা। আন্দোলনের বেশীর ভাগই ছিল পাটশ্যাওড়া গ্রামের বাসিন্দারা। ওই ঘটনার পর সোমবার রাতে পুলিশ অভিযানে চালাতে যায় ওই গ্রামে। এবং অজয় বাউরী ও চিরিঞ্জিত বাউরী নামে দুই বিজেপিকর্মীকে তুলে নিয়ে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে গোটা গ্রাম। পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হয়। আর তারপরই শুরু হয় জনতা-পুলিশ খন্ডযুদ্ধ। পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করলে ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা ইট ছুড়তে থাকে। ইটের ঘায়ে দুর্গাপুরের সার্কেল ইন্সপেক্টর অমিতাভ সেন, ওসি অনির্বাণ বসু ও এক এএসআই বুদ্ধদেব গায়েন গুরুতর জখম হন। সিআই-এর মাথায় গুরুতর চোট লাগে। তিনজনই রক্তাক্ত হন। পুলিশ তিনজনকে উদ্ধার করে ভোর রাতে দুর্গাপুরে বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসকরা জানিয়েছে তিনজনকেই চিকিৎসাদের বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

এদিকে পুলিশর ওপর হামলার ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তৃণমূলের লাউদোহা ব্লক সভাপতি সুজিত মুখোপাধ্যায় জানান,'অভিযুক্তদের ধরতে যাওয়া বিজেপিকর্মীরা পুলিশের ওপর হামলা চালিয়েছে। এলাকায় অশান্তি ছড়াচ্ছে।' অন্যদিকে অভিযোগ অস্বিকার করে বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি লক্ষন ঘড়ুই জানান,' জিতেন্দ্র তেওয়ারী হুঁশিয়ারীতে পুলিশ নিরিহ বিজেপিকর্মীদের ওপর অত্যাচার শুরু করেছে। দুজন কর্মীকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে। আমরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামব।' যদিও পুলিশ জানিয়েছে ঘটনার তদন্ত চলছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়ন রয়েছে।

টাকা নিলে ফেরৎ দিন, নয়তো তদন্ত ঃ মমতা

কলকাতা, ১৮ জুন (হি.স) : তৃণমূলের তরী ডোবা রুখতে মরিয়া হয়ে উঠেছে দলনেত্রী। ইতিমধ্যেই সেই অশনী সংকেত মিলেছে লোকসভা নির্বাচনে ফলে। এমতবস্থায় রাজ্যবাসীর কাছে বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করার জন্য এবার মাঠে নামলেন খোদ নেত্রী। মঙ্গলবার নজরুল মঞ্চ থেকে কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্য কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কাউন্সিলরদের জন্যই আমার এত বদনাম। তাঁর অভিযোগ, কাউন্সিলররা সরকারি জমি পরিবারের নামে করিয়ে নিচ্ছেন। যারা সেই টাকা নিয়েছেন শীঘ্রই ফেরৎ দিন।' এই বৈঠকে দলীয় কাউন্সিলরদের তীব্র ভর্ৎসনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'সমব্যথী প্রকল্পে ২০০০ টাকা দেয় কাউন্সিলররা। তার থেকে ২০০ টাকা সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বাংলার বাড়ি প্রকল্প থেকে ২০ শতাংশ টাকা সরানো হচ্ছে বহু জায়গায়। গরিব মানুষের জন্য এই প্রকল্পগুলো করা হয়েছে। রাজ্য সরকার দুর্নীতি দমনে নতুন পরিকাঠামো তৈরি করেছে।' এরপরেই কাউন্সিলরদের সতর্ক করে তিনি বলেন, 'কেউ টাকা নিয়ে থাকলে ফেরত দিয়ে দিন। নইলে তদন্তের মুখোমুখি হতে হবে।

সাইক্লোন 'বায়ু' দুর্বল হয়ে গিয়েছে গুজরাটের কচ্ছ উপকূল অতিক্রম করেছে

আমেদাবাদ, ১৮ জুন (হি.স.) : ঘূর্ণিঝড় 'বায়ু' দুর্বল হয়ে গিয়েছে এবং গুজরাটের কচ্ছ জেলা অতিক্রম করেছে মঙ্গলবার সকালে। তারফলে রাজ্যের কিছু অংশে বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতরের এক আধিকারিক।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় 'বায়ু' দুর্বল হয়ে পড়ায় তার প্রভাব পড়েছে কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র এবং উত্তর গুজরাটের অঞ্চলে। তারফলে সেইসব অঞ্চলে এর প্রভাবে বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হবে।আহমেদাবাদ সেন্টারের ইন্ডিয়া মেটিওরোলডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞানী মনোরমা মোহান্তি বলেন, মঙ্গলবার সকালে কচ্ছ উপকূলে এসে শক্তি হারাল ঘূর্ণিঝড় 'বায়ু'। তারফলে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় 'বায়ু' দুর্বল হওয়ায় বন্দরে যে সতর্কতা আরোপিত হয়েছিল তা কমানো হয়েছে।

তবে বুধবার সকাল পর্যন্ত সেই সতর্কতা থাকবে।স্টেট ইমার্জেন্সি রেসপন্স সেন্টার জানিয়েছেন, গত ২৪ ঘন্টায় সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ ও উত্তর গুজরাট অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়েছে।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় তালালায় ৩৩ মিলিমিটার এবং গীর-সোমনাথ জেলার ভেরাভাল তালুকে ২৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। অন্যদিকে আনন্দ জেলার বোরসাদ তালুকায় ২৯ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে।এছাড়াও, দাহোদ, গান্ধীনগর, রাজকোট, জামনগর এবং সাবারকান্থা জেলায় এই সময়ে বৃষ্টিপাত হয়েছে। আহমেদাবাদেও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা হাওয়া অফিস সূত্রে জানানো হয়েছে।

হিমাচলের কাংরায় নিখোঁজ সিঙ্গাপুরের প্যারাগ্লাইডার

ধরমশালা, ১৮ জুন (হি. স.) : হিমাচল প্রদেশের কাংরা জেলায় ৩৭ বছর বয়সী লি তাইহিয়ুন নামে সিঙ্গাপুরের এক ফ্রি-ফ্লায়ার প্যারাগ্লাইডার নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় মঙ্গলবার অনুসন্ধান অভিযান শুরু করার নির্দেশ দিল প্রশাসন। পুলিশ সূত্রের খবর, বীর-বিলিং রিজিয়ন থেকে প্যারাগ্লাইডিংয়ের পর জেলার বৈজনাথ সাব-ডিভিশনের ছোটা ভাঙ্গল এলাকার প্রত্যন্ত মুলথান গ্রামের ধরমানি পাহাড়ের জঙ্গলে গ্লাইডারটি ভেঙে পড়ে। এব্যাপারে যদিও কাংরার ডেপুটি কমিশনার জানিয়েছেন, 'পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। আমাদের কাছে সূত্র ছিল যে, অনুমতি ছাড়াই প্যারাগ্লাইডিংয়ে গিয়েছিলেন লি তাইহিয়ুন (৩৭)। মুলথানের ধরমানি পাহাড়ের জঙ্গলে তাঁর গ্লাইডারের গিয়ার পাওয়া গিয়েছে।'

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।